পূর্ণিমামিলন

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

। চতুর্থ সংস্করণ ।

নাট্যনিকেতনে প্রথম অভিনয়

বুধবার ৩০শে ফাল্গুন, সন্ধ্যা ৭॥০ টায়।

সন ১৩৪৭ সাল।

প্রকাশক :
শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী
১৮বি, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

চতুর্থ সংস্করণ।

প্রিণ্টার—
শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়
দীপক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪।১নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

"পূর্ণিমামিলন" সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলিয়রের School For Husbands নামক নাটক অবলম্বনে রচিত। বাংলা রঙ্গমঞ্চে আমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ প্রায় সকলেই হাস্যরসের অবতারণায় মলিয়রের নিকট ঋণ করিয়াছেন—আমিও সেই মহাজনের নিকটই ঋণী। তবে মূল নাটকের মূল ভাবটী ব্যঙ্গ (satire); "পূর্ণিমামিলন" ব্যঙ্গ নয়, রঙ্গ। মূলে যাহা 'স্কুল' ছিল তাহা আমি 'রসিকসম্মেলনে' পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, পারিয়াছি কি না—দর্শকগণ বিচার করিবেন। আজ বাংলা দেশে কৃপণ ও বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োকে লইয়া ব্যঙ্গ করিবার আবশ্যক নাই—আমারও সে উদ্দেশ্য নহে। আমার উদ্দেশ্য অতি সহজ, নিতান্তই লঘু মনের পরিচায়ক—কিছুক্ষণ রঙ্গালয়ের দর্শকগণকে প্রেমের কাহিনী, নৃত্যগীত ও হাসি দিয়া ভুলাইয়া রাখা।

লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয়, রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দর্শকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিয়াছে। পারিয়াছে কি পারে নাই—অদূর ভবিষ্যতেই জানা যাইবে। ভাল অভিনয় হইলে "পূর্ণিমামিলন"

যে সর্ব্বশ্রেণীর দর্শককে মুগ্ধ করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। চাঁদেও কলঙ্ক আছে—সে কলঙ্ক চাঁদের শোভা। "পূর্ণিমামিলনে" যদি কলঙ্ক থাকে, সে কলঙ্ককে সুষ্ঠু অভিনয় দ্বারা নূতন সৌন্দর্য্যে রূপান্তরিত করা যায়। লিখিত নাটক গানের স্বরলিপির মত নাট্যাভিনয়ের স্বরলিপিমাত্র। প্রকৃত রসিক নাট্যামোদী ছাড়া নাটকের সত্যকার পাঠক নাই।

নাটকখানি নাট্যনিকেতনে অভিনীত হইতেছে। উক্ত রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় নাটকের প্রযোজনাকে সুষ্ঠু ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। বিশিষ্ট শিল্পী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যামিনী রায় ইহার দৃশ্যপটাদি পরিকল্পনায় তাঁহার স্বকীয় অভিনব চিত্রাঙ্কন-কৌশল প্রয়োগ করিয়া নাট্যাভিনয়কে মনোরম ও শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন। গীতিবহুল নাটকে গানের সুর একটা খুব বড় কথা। যিনি সুর দিয়াছেন, সেই মনস্বী সুরশিল্পী ৺ভূতনাথ দাস—আজ আর ইহলোকে নাই। ইঁহাদের সকলের সাহায্যে নাটকের মর্ম্মকথা দর্শকের নিকট প্রতিভাত হইবে, এজন্য ইঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

১৮ বি, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা;
চৈত্র-পূর্ণিমা, ১৩৪৭ সাল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

উৎসর্গ

বাংলার শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী নাট্যকার

৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের

শ্রীকরকমলে—

উপহার সামান্য ; কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রীতি সামান্য নয়। সেই জোরে দিতে ভরসা পাইলাম।

শ্রদ্ধাবনত

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

নাটকীয় চরিত্রপরিচয়

অর্থপতি ... উজ্জয়িনীর পুরাতন অধিবাসী ; বর্ত্তমানে গ্রাম হইতে নব আগন্তুক। অর্থশালী, কৃপণ, প্রৌঢ়, নব-যৌবনা কুমারী চতুরিকার পাণিপ্রার্থী।

মণিভদ্র ... উজ্জয়িনীবাসী ধনাঢ্য যুবক। অর্থপতির পূর্ব্বতন প্রতিবাসী। কুমারী নিপুণিকার পাণিপ্রার্থী।

চিদ্বিলাস ... উজ্জয়িনীবাসী ধনাঢ্য যুবক। অর্থপতির অধুনাতন প্রতিবাসী। চতুরিকার লাজুক প্রণয়ী।

অমরনাথ ... উজ্জয়িনীবাসী ধনাঢ্য যুবক। চিদ্বিলাসের বন্ধু।

মকরধ্বজ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্তবারিধি ... উজ্জয়িনীর বিলাসীসমাজের পুরোহিত। মহাকবি কালিদাসের প্রায় নিকট আত্মীয়।

রামটহল ... চিদ্বিলাসের ভৃত্য।

নগররক্ষী ...

চতুরিকা ... ছোট ভগিনী

নিপুণিকা ... বড় ভগিনী

তরঙ্গিণী ... ভগিনীদ্বয়ের বিশেষ পরিচিতা বান্ধবী

মালিনী ... রাজার মালিনী, কবির মালিনী।

প্রথম অভিনয়-রজনীর নটনটী

অর্থপতি	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
মণিভদ্র	...	শ্রীগগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চিদ্বিলাস	...	শ্রীসন্তোষকুমার সিংহ
অমরনাথ	...	শ্রীজহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়
মকরধ্বজ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্তবারিধি		শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
রামটহল	...	শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
নগররক্ষী	...	শ্রীসুবলচন্দ্র ঘোষ
চতুরিকা	...	শ্রীমতী নীহারবালা
নিপুণিকা	...	শ্রীমতী সুশীলাবালা
তরঙ্গিণী	..	শ্রীমতী বাণীবালা
মালিনী		শ্রীমতী চারুশীলা

পূর্ণিমামিলন

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য—উজ্জয়িনী-নগরপ্রান্ত। কৌমুদী-জাগর-উৎসব-রজনী।

প্রথম প্রহর

(প্রথমাংশ)

[উৎসবে বহু নরনারী যোগদান করিয়াছে। সেখানে নাগরিক, নাগরিকা, পুরমহিলা, নট ভাট, বিট, পুরোহিত, ক্ষৌরকার, দ্যূতক্রীড়ক, নর্ত্তক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোক ছিল—সকলেই আনন্দে ও ঈষৎ বারুণীপানে আত্মহারা—পুরমহিলাগণ অরুণ-নয়না। সেই দলে অর্থপতি, মণিভদ্র, রামটহল ও মালিনী ছিল।]

সমবেত সঙ্গীত

আজি সখি পূর্ণিমা-মিলন-রাতি—
সারা বনে আর কোথা নাহিক আঁধার,
গগনে পূর্ণশশী জ্বেলেছে বাতি।
কোথা তোর বঁধু সই—
আন্ তারে ডেকে আন—

কানে কানে শোনা তারে
যৌবন-জয়গান ;
সুধার সাগরে সই—
ওই যে ডেকেছে বাণ—
তরুণতরুণী মিলে
জাগিয়া পোহাব রাতি,—
আজ কেন একা তুই
খুঁজে আন্ কোথা সাথী।

[অর্থপতি ও মণিভদ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

অর্থপতি। তুমি আমায় ভালই বল আর মন্দই বল, আমি ভাই এসব পছন্দ করিনে।

মণিভদ্র। নারীর কণ্ঠে মধুর গান তুমি যদি পছন্দ না কর, ভাল আর তোমায় কেমন করে বলবো দাদা! তুমি তা'হলে পৃথিবীতে স্বর্গরচনা কর্ত্তে চাও না ?

অর্থপতি। না ভাই, আমার এই মাটির পৃথিবী—ইঁটকাঠ, চূণসুরকী এতেই যা হয়। যা হিসাবের ভিতর আসে না—তাতে আমি বিশ্বাস করি নে।

মণিভদ্র। তোমার এই অতি-হিসাবের জন্য লোকে তোমায় নিন্দে করে, জান ?

অর্থপতি। করুক ; আমার ঘরে যদি অর্থ থাকে, ও ফাঁকা নিন্দেয় কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু ভায়া! তুমি একটু সাবধান থেক

মণিভদ্র। কিসের জন্য—?

অর্থপতি। তোমার 'তাঁর' কথা বলছি। ঐ দলে তাকেও দেখলাম কি না।

মণিভদ্র। আমি তাকে আসতে বলেছি।

অর্থপতি। স্ত্রীলোককে অতটা বিশ্বাস ভাল নয় হে ভায়া!

মণিভদ্র। স্ত্রীলোকের ভালবাসা যদি পেতে হয়—তাকে বিশ্বাস করেই পাওয়া যায়; আমার অন্ততঃ এই ধারণা।

অর্থপতি। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এই সব উৎসবে কত রকমের পুরুষ আসে—তার খবর রাখ? স্ত্রীপুরুষের অবাধে মেলামেশা সাংঘাতিক ব্যাপার! আমি দেখছি, তোমার পোষা পাখীটি কোনদিন শিকল কেটে উড্ডীয়মান হবেন!

মণিভদ্র। যদি উড্ডীয়মান হতে চান—হ'তে পারেন; আমি তাঁকে শিকল দিয়ে কোনদিনই বাঁধিনি—বাঁধবও না।

অর্থপতি। এত উদার! বেশ—চমৎকার! তোমায় বাহবা দিতে ইচ্ছে হচ্ছে! আচ্ছা, এখন না হয় তুমি তাঁকে স্বাধীনতা দিচ্ছ; কিন্তু এর পর যখন তিনি তোমার ঘরণী হবেন, প্রথম যৌবনের এ স্বাধীনতার আস্বাদ কি ভুলে যাবেন ভাবছ? তাই বলছি, গোড়া থেকেই সাবধান হওয়াই ভাল।

মণিভদ্র। স্বাধীনতার আস্বাদ আমি তাকে ভুলতে দেব না। আজ কুমারী অবস্থায় তিনি যতটা স্বাধীন আছেন, আমার সঙ্গে যদি তাঁর বিয়ে হয়, বিয়ের পরও ঠিক সেই পরিমাণেই তিনি স্বাধীন থাকবেন।

অর্থপতি। তখনও এই রকম পাঁচজনের সঙ্গে মিশে আমোদ-আহ্লাদ করবে ?

মণিভদ্র। নিশ্চয়ই।

অর্থপতি। তরুণ যুবকদের সঙ্গে কথা কইবে ?—

মণিভদ্র। নিঃসন্দেহ।

অর্থপতি। নাট্যশালায় নাটক অভিনয় দেখতে যাবে ?

মণিভদ্র। একশবার।

অর্থপতি। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! স্ত্রীলোক কিসের জাত জানতো ? ওজাতকে অত নাই দিতে নেই।

মণিভদ্র। তোমার স্ত্রীশাসনের পদ্ধতিটা কি রকম ?

অর্থপতি। আমি ভাই দস্তুর মত প্রাচীনপন্থী! আমার মত—"হলুদ জব্দ শিলে—আর বৌ জব্দ কিলে"। কড়া স্বামী, কাঁচালঙ্কা আর তেঁতুলের টক্—স্ত্রীলোকদের প্রিয়।

মণিভদ্র। সে যখন তোমার স্ত্রী হবে, তখন না হয় শাসন ক'রো, কিন্তু আগে থাকতে—

অর্থপতি। স্ত্রী আবার হবে কি ? আমি বলেছি, সাতদিনের ভিতর বিয়ে ক'রবো। সেইজন্যই তো উজ্জয়িনীতে এসেছি!

মণিভদ্র। তুমি চতুরিকাকে সত্যই বিয়ে ক'রবে নাকি ?

অর্থপতি। বিয়ে ক'রবো নাকি ?—তার মানে ? নিশ্চয়ই ক'রব।

মণিভদ্র। বলকি দাদা!—এ বয়েসে অমন তরুণী সুন্দরী মেয়ে—

অর্থপতি। তোমরাই কেবল আমার বয়েস দেখছ! কেন, আমার

বয়েসটা কি? এবয়েসে অনেকের প্রথম বিয়েই হয় না।

মণিভদ্র। এই সেদিন তোমার স্ত্রীবিয়োগ হ'ল!

অর্থপতি। হ'লোই বা; আর সেইজন্যই আরো তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে হচ্ছে।

মণিভদ্র। কি রকম—কি রকম? কি হ'য়েছিল?

অর্থপতি। তোমার ঠানদি ম'রবার সময় চতুরিকাকে ডেকে তার হাত ধরে আমার হাতে দিয়ে এক করে বলে গেলেন—"আমার স্বামীকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, ওই নেলা-খেপা মানুষ! তুমি দেখো।"

মণিভদ্র। তাই নাকি?—

অর্থপতি। নইলে আমি তেমন মানুষ? দেখ্‌ছো তো আমায়? কি আর ক'রবো বল—স্ত্রীর অন্তিম কালের অনুরোধ! ঠেলি কি করে! আর তাও বলি—সেই দিন থেকে চতুরিকাও আমা-অন্ত প্রাণ!

মণিভদ্র। বলকি ঠাকুরদা'!

অর্থপতি। তাকে আমি নিজে শিক্ষা দিয়ে—উপদেশ দিয়ে একটি নারী-রত্ন ক'রে তুলেছি! আমাছাড়া সে আর কাউকে জানে না! তুমি তো সব জান, দীনদয়াল হঠাৎ মারা গেল! অবশ্য, তার ইচ্ছা ছিল নিপুণিকার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেয়। চতুরিকার পাত্র সে ঠিক করেনি। ম'রবার সময় আমার ওপরই তো দুই বোনের সম্পত্তির আর বিয়ের ভার দিয়ে গেল।

মণিভদ্র। তা তো জানি, তা নিয়ে তো কোন কথা হচ্ছে না। কর্তার ইচ্ছা ছিল নিপুণিকার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। আমার মায়ের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা হয়েছিল। মা নিপুণকে বড় ভালবাসতেন!—তাই তো ওর বাপ মারা যাওয়ার পর মাই যত্ন ক'রে নিপুণকে আমাদের বাড়ী রাখলেন।

অর্থপতি। নিপুণিকা তোমাকে বিয়ে ক'রতে চায়—করুক! বিয়ের পর অর্দ্ধেক সম্পত্তি তোমায় দেব। কিন্তু চতুরিকাকে—

মণিভদ্র। তুমি বিয়ে ক'রবেই?

অর্থপতি। কি করি ভাই! একে স্ত্রীর অন্তিম অনুরোধ, তার উপর সে সতীলক্ষ্মী আমা বই আর কাউকে জানে না।

মণিভদ্র। আচ্ছা দাদা! একটা খট্‌কা কিছুতেই মন থেকে যাচ্ছে না।

অর্থপতি। কি খট্‌কা? তুমি ভাবছ, আমি আসর গরম কচ্চি? নিজের চোখে একদিন দেখো—তখন বুঝতে পারবে!

মণিভদ্র। চতুরিকা সত্যি তোমায় এত ভালবাসে?

অর্থপতি। অমনি কি আর ভালবাসে? আমার গুণে—ভায়া! আমার গুণে! স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিলেই হয় না—স্ত্রীবশের অন্য মন্ত্র আছে।

মণিভদ্র। তোমার কথায় ভারি লোভ হচ্ছে দাদা! তোমার স্ত্রীবশীকরণের মন্তরটা আমায় একটু শিখিয়ে দাও না?

অর্থপতি। কিছুদিন ধরে আগে আমার শাকরেদি কর, তারপর শিখিয়ে দেব।

প্রথম অঙ্ক

অর্থপতি। আবার একদল মেয়ে গাইতে গাইতে আসছে যে? মেয়েগুলো সব ক্ষেপে গেল নাকি!

মণিভদ্র। আজ যে কোজাগরী পূর্ণিমা—ভুলে গেলে নাকি?

অর্থপতি। বছরপাঁচেক উজ্জয়িনীতে আসিনি। এর মধ্যে এত স্ত্রী-স্বাধীনতা বেড়ে গেছে?

মণিভদ্র। এতটা ছিল না দাদা! রাজকবি কালিদাস "মেঘদূত" ব'লে এক কাব্য লিখে উজ্জয়িনীর সমস্ত তরুণতরুণীকে একেবারে পাগল ক'রে দিলে!

অর্থপতি। "মেঘদূত"! সে আবার কি কাব্যরে বাবা!

মণিভদ্র। একজন বিরহী মেঘকে দূত ক'রে তার প্রিয়ার কাছে খবর পাঠাচ্ছে।

অর্থপতি। বটে—বটে! আকাশের মেঘ? তাকে দূত ক'রে পাঠালে! লোকটা পাগল নাকি হে?

মণিভদ্র। কবি পাগল হোন আর যাই হোন, তাঁর কাব্য পড়ে দেশের লোক পাগল হ'ল বটে! সকলেরই নজর এখন কেবল—"তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা"র দিকে!

অর্থপতি। বল কি হে! তা মহারাজ এর কিছু প্রতিবিধান করেন না?—

মণিভদ্র। তিনি নিজেই দিনরাত মেঘদূতের শ্লোক আওড়াচ্ছেন! আজ তিন বছর ধরে প্রতি পূর্ণিমায় এই রকম সব উৎসব চলছে। এসো, এই দিকটা তোমায় দেখিয়ে নিয়ে আসি।

পূর্ণিমামিলন

[অর্থপতি ওমণিভদ্রের প্রস্থান—নরনারীগণের পুনঃপ্রবেশ ও গান]

গান

ভালবাসি তোমায় জোছনা
ওগো চাঁদের জোছনা।
তুমি মাটির বুকে নেমে এলে
মায়ালোকের আভাস দিলে,
স্বপনপুরীর ক'রলে সূচনা!
ওগো চাঁদের জোছনা।
নারীর প্রেমও এমনি ধারা
আপন ভাবে আপনি হারা
(সে) আপনি আসে বাসে ভাল
ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো
মায়ালোকের স্বপন বপন
ধরায় স্বর্গরচনা।

[সেই দল হইতে মালিনী অগ্রসর হইয়া গাহিল।]

আমি রাজার মালিনী,
আমি কবির মালিনী,
করি ফুলের বেসাতি—
করি প্রেমের বেসাতি—
সারাদিন সারারাতি।

প্রথম অঙ্ক

গেল দিন, এল সোণালী সন্ধ্যাবেলা,
সুরু হল প্রেম-ফুল নিয়ে খেলা,
ফুট্‌লো ফুলকলি,
গুঞ্জরি এল অলি—
মধুলোভে মাতামাতি।

[রামটহল মালিনীর সঙ্গে ভঙ্গী করিয়া সুর দিতেছিল দেখিয়া—]

মালিনী। তুই কে রে? চিদ্‌বিলাস শ্রেষ্ঠীর বাড়ীর চাকর রামটহল না?

রামটহল। হ্যাঁ, আমি রামটহল। আমাদের কর্ত্তা একটি সুন্দরী মেয়েকে ভালবাসেন। সামনের বাড়ীতে মেয়েটি থাকে।

মালিনী। কর্ত্তা ভালবাসে—তা' তুই ওরকম কচ্ছিস কেনরে হতভাগা?

রামটহল। আজ যে পূর্ণিমার রাত! আকাশে কত বড় চাঁদ উঠেছে, দেখছো না?

মালিনী। পূর্ণিমার রাত—তা কি হ'য়েছে রে মুখপোড়া?

রামটহল। পূর্ণিমার রাতে আমার মাথা ঠিক্ থাকে না।—তোমার হাত ধরে আমার অনেক কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে—তুমি শুনবে না?

মালিনী। না—খবরদার!

রামটহল। খবরদার কেন?—তুমি তো মালিনী! ফুলের মালা গাঁথ, তোড়া বাঁধ—ফুল নিয়েই তোমার কারবার; কিন্তু তোমার প্রাণ তো ঠিক্ ফুলের মতো কোমল নয়!—

মালিনী। আবার রসিকতা হ'চ্ছে? তোর সাহসও তো কম নয়! কত রাজপুত্তুর আমার পায় পায় ঘোরে—তা জানিস?

রামটহল। তারাও যে কারণে ঘোরে, আমিও তো ঠিক্ সেই কারণেই ;—আমার একটু—একটু—ভা—

মালিনী। আবার ভা বলে যে—খবরদার!

গান

রামটহল। চাঁদের গায়ে জোছনা যেমন
তোমার মুখে তেমনি হাসি।
আরো যদি হেসে হেসে
বল আমায় "ভালবাসি"।

মালিনী। কি গুণ তোমার আছে বল,
নারী তোমায় বাসবে ভালো,
গুণের কথা ছেড়েই দিলাম
গায়ের বরণ নিশির কালো।

রামটহল। আমার অঙ্গ দেখে রঙ্গ কর
নয়ন জলে আমি ভাসি,

মালিনী। থাক্ থাক্ আর কেঁদে কেঁদে
গলায় দিয়ো নাকো ফাঁসি!
তোমার পথে তুমি চল,
আমার পথে আমি আসি—

[উভয়ের প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক

[চতুরিকাকে টানিতে টানিতে তরঙ্গিণী ও নিপুণিকার প্রবেশ]

নিপুণিকা। এত কিসের ভয়? তুই আয় না! যদি কিছু বলে, আমি তার জবাবদিহি ক'রব।

তরঙ্গিণী। একা অন্ধকার ঘরের মধ্যে কেমন করে যে তুই দিনরাত বসে থাকিস্, আমি তো ভাই ভেবেই পাই নে!

চতুরিকা। কি ক'রবো বোন, আমার বরাত!

তরঙ্গিণী। আচ্ছা, তোমাদের দুই বোনের এ দুরকম অবস্থা ঘটলো কি ক'রে?

নিপুণিকা। সেও তো বরাত! মা তো ছেলেবেলায় মারা গেছেন— বাবার কাছেই দুই বোন ছিলাম। এরা দুজন—এই মণিভদ্র আর অর্থপতি—বাবার কাছে আসতো। তিন পরিবারের ভিতর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাবার যখন কঠিন অসুখ—বাঁচনসঙ্কট অবস্থা, সেই সময় একদিন ওদের দুজনকে ডেকে ব'লে দিলেন—আমি যদি হঠাৎ মারা যাই, তোমরা দুই বন্ধু এদের দুই বোনের ভার নিও।

তরঙ্গিণী। কুমারী অবস্থার ভার—না জীবনমরণের ভার?

নিপুণিকা। তা কিছু স্পষ্ট ব'লে যাননি; তবে হাতে পেয়ে কে ছাড়ে বল?—বিশেষ পুরুষ মানুষ! তবে আমি যতদূর বাবার মন জানি, তিনি বেঁচে থাকলে কখনো আমাদের অমতে বিয়ে দিতেন না।

তরঙ্গিণী। তোমার তো আর কোন নালিশ নেই?

নিপুণিকা। না—তা নেই। আমাকে যার হাতে দিয়েছেন, সে বড় ভাল

মানুষ আর আমায় সত্যিই—

তরঙ্গিণী। কি ?—তোমায় ভালবাসে ?

নিপুণিকা। যাও—তুমি বড় দুষ্টু ! কিন্তু আমার ভগ্নীপতি যিনি হ'তে যাচ্ছেন—

চতুরিকা। আমার এ পোড়া কপালের কথা আর ব'লে কি হবে ভাই ! আজও বিয়ে করেনি—তাই এই ! বিয়ে কর্‌লে না জানি কি অবস্থা ক'র্‌বে !

নিপুণিকা। অতি গাড়োল—জানোয়ার, জন্তু ব'ল্‌লে হয় ! যেমন সন্দিগ্ধ তেম্‌নি কৃপণ !

তরঙ্গিণী। তা তোমাদের বাবা জেনে শুনে এমন লোকের উপর—

নিপুণিকা। বাবা কি আর অত শত জানতেন। তখন বেশ ভদ্রলোকের মত আসতো যেত—কে আর ভিতর দেখেছিল বল ? এত-দিন তো ওকে পাড়াগাঁয়ে রেখেছিল। কাল সবে উজ্জয়িনীতে নিয়ে এসেছে !—

তরঙ্গিণী। তাই নাকি ?

চতুরিকা। বিয়ে ক'র্‌বে বলে এনেছে। এই সহরের বাইরে ওই বাড়ীতে রেখে দেছে। নিকটে লোকজন নেই বল্লেই হয়। সমস্ত দিন মানুষের মুখ দেখতে পাই না। এখন দেখছি, এর চেয়ে আমার পাড়া-গাঁ ছিল ভাল !

তরঙ্গিণী। কি ভয়ানক লোক ! তোকে গানটান গাইতে দেয় না ?

চতুরিকা। গান ? তোর কথায় রাগও ধরে—হাসিও আসে। তালা বন্ধ করে যাওয়া যদি সম্ভব হতো—আমায় তালাবন্ধ ক'রতো !

তরঙ্গিণী। আমার সঙ্গে যদি বিয়ে হতো, আমি একেবারে নাকের জলে চোখের জলে ক'রতাম্ !

চতুরিকা। তা তুমি পার। তুমি তরঙ্গিণী—তোমার তরঙ্গের জোর আছে।

তরঙ্গিণী। তুইও বা কম কিসে? চতুরিকা, তোমার চাতুরী একবার একহাত দেখিয়ে দাও না।

চতুরিকা। তুই ভাই আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্‌নে! আমি আমার নিজের জ্বালায় জ্বলছি!

তরঙ্গিণী। আচ্ছা, তুই কি ক'রে সময় কাটাস ভাই! পড়াশুনো করিস্?

চতুরিকা। ঘরে দুখানা পুঁথি আছে—কঠোপনিষৎ আর মোহমুদ্গর। কর্ত্তা তাই থেকে আমায় উপদেশ দেন!

তরঙ্গিণী। আর তুই বুঝি একটা সুপুরি হাতে ক'রে শুনিস্?

নিপুণিকা। তুই ভাই চুপ কর্। কতদিন পরে আবার আমরা তিনজন মিলেছি বল্ দেখি! তরঙ্গিণি, তোমার তরঙ্গধ্বনি একবার শুনিয়ে দাও। আজ পূর্ণিমার রাত—সুন্দর জোছনা!

চতুরিকা। গাও ভাই, কতদিন তোমার গান শুনিনি। আচ্ছা! তোমার কর্ত্তাটি কেমন হ'য়েছে, তাতো বললে না!

তরঙ্গিণী। সেইটেই তাহলে আগে বলি। তা'—কথায় ব'লবো—না গানে ব'লবো? গানেই বলি—

পূর্ণিমামিলন

গান

আমার প্রিয়—আমার প্রিয়তম!
সে যে আমায় বড় ভালবাসে
—ভালবাসে!
দাঁড়ায় বাঁধা গরুর মত
ঘুরে বেড়ায় আশেপাশে!
যত কিছু টাকা আনে
কেনে আমার গয়না—
অন্য বাজে খরচ আমার সয় না।
সোহাগ করে কত কথা কয়—
চোখে চোখে প্রেমের বিনিময়!
খুসী হয়ে হাসি যখন
সে মুখের পানে চেয়ে হাসে।

চতুরিকা। আর না ভাই! এইবার আমায় ছেড়ে দাও। বুড়োও বেরিয়েছে; যদি দেখা হয়, আমার লাঞ্ছনার আর সীমা থাকবে না!

তরঙ্গিণী। আমি তাই চাই—তোমার বৃদ্ধ-নাগরটীকে একবার স্বচক্ষে দেখতে চাই।

নিপুণিকা। তরঙ্গ, তোমার ও পচা রসিকতা রাখ। ওভাবে কথা বলা আমার ভাল লাগে না ভাই! যদি বরাতে ওর থাকে,

হয়তো তার সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে ; কিন্তু সেটা সুখের বিষয়ও নয়, আর তাই নিয়ে রসিকতা করাও চলে না।

তরঙ্গিণী। তা তুমি কেন তোমার বরটীকে ব'লে দাওনা, চতুরিকার জন্য একটি ভাল বর ঠিক করে দিক্। না হয়, আমাদের হাতে ভার দাও।

চতুরিকা। সে তেমনি বুড়ো কিনা ! যদি ঘুণাক্ষরে টের পায়, তোমাদের মনে এই মতলব আছে—আমাকে একটি কাঠের বাক্সের ভিতর বন্দী করে রেখে সেই ঘরে তিনটে তালা লাগিয়ে বাড়ীর বার হবে !

তরঙ্গিণী। সে তোকে সন্দেহ করবে নাকি ?

চতুরিকা। বৃদ্ধ মাত্রেই যুবতী নারীকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না।

তরঙ্গিণী। যাক্‌গে ; তোর মনোগত ভাবটা কি বল্‌দিকি—ওকে বিয়ে করতে তোর ইচ্ছে হয় ?

নিপুণিকা। তুই আর জালাস্‌নে ভাই ! ইচ্ছে হয় ? নিজে পেট ভরে সুখাদ্য খেয়ে অনাহারী ভিক্ষুককে দেখে ঠাট্টা, তোর যে ভাই তাই হ'ল। ইচ্ছে হয় ? এরকম অনাছিষ্টি ইচ্ছে আবার কারো কোন কালে হয় নাকি ? বাপ-মা মারা গেছেন, আপনার বলতে কেউ নেই—এখন দয়া করে যে নেয়, তার। তবে—

চতুরিকা। 'বেঁধে মারে সয় ভালো'—কপালে যদি তাই থাকে, তবে কেঁদে কেটে আর কি হবে ? তাই আমি হাসি মুখে—

তরঙ্গিণী। সে যা বলে তাই শুনিস্?

চতুরিকা। তা ছাড়া আমার উপায় কি ভাই? এখন তবু মিষ্টি কথা বলে—অবাধ্য হলে আরও অভদ্র ব্যবহার কর্ব্বে। পাড়াগাঁয়ে কত ভাল ভাল বউ একটা কথাও না বলে স্বামীর অত্যাচার সয়, দেখেছি তো চোখে!

তরঙ্গিণী। তাই ঠেকে শিখ্‌বার অপেক্ষায় না থেকে তুমি বুঝি দেখেই শিখেছ?

নিপুণিকা। চল, ওকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসি; ছেলেমানুষ তার ওপর অনেক দিন পরে সহরে এসেছে।

তরঙ্গিণী। আচ্ছা চতু! সত্যিই বলনা ভাই, বুড়ো তোকে ভালবাসে?

চতুরিকা। বাসে না আবার! কত আদর করে, সোহাগ করে, কত কথা কয়। এক দণ্ড চোখে দেখতে না পেলে চোদ্দ ভুবন আঁধার দেখে!

নিপুণিকা। তুই থাম্ মুখপুড়ি! ওই নিয়ে তুই ঠাট্টা করিস্? আমার চোখে জল আসে! মারই কথা না হয় মনে নেই; কিন্তু ভুলিনি তো ও বাবার কত আদরের মেয়ে ছিল!

চতুরিকা। দিদি! আমিও সার বুঝে নিয়েছি। মানুষের জন্য দুঃখ করা মিছে। কেউ কারো অদৃষ্ট তো মুছে দিতে পারবে না দিদি? তার চেয়ে একটা গান গাই শোন। সেদিন একটি ভিখারী গাচ্ছিল—আমি পাদপূরণ করে নিয়েছি।

গান

কেন মিছে কর তুমি মন উচাটন,
যা ঘটার তা ঘটিবে—কপালে লিখন।
ভুমিষ্ঠ হবার পরে
ছদিনে আঁতুড় ঘরে
আঁচড় কেটেছে বিধি করিয়া যতন।
একথা বুঝিয়া সার—
দুঃখ করি না আর,
ভাবী বৃদ্ধ পতি দেবতার
নিয়েছি শরণ ॥

তরঙ্গিণী। সত্যি ভাই! তোমার কথা শুনে হাসিও পায়, কান্নাও পায়; সংসারে দুরদৃষ্ট মানুষকে যতখানি শিক্ষা দিয়ে বড় করে তুলতে পারে, এমন আর কেউ নয়! কিন্তু আমি অত সহজে ভাগ্যের শাসন মানতে পারি না; যাক্, বুড়োটাকে একবার দেখ্‌তে পেলে ভাল হ'ত।

চতুরিকা। তা তোমার নিরাশ হতে হবে না। 'যার ভয় কর তুমি, সেই দেবী আমি'—ওই যে প্রভু আসচেন।

তরঙ্গিণী। ওই নাকি?—কোন্‌টী?

চতুরিকা। দুটী দুজনের—এখন অনুমান কর। এলেই বুঝতে পারবে, রূপে গুণে তিনি স্বপ্রকাশ—পরিচয় দরকার হয় না।

পূর্ণিমামিলন

[অর্থপতি ও মণিভদ্রের প্রবেশ]

অর্থপতি। গান করলে কে? স্ত্রীলোকের গলা না?

মণিভদ্র। হ্যাঁ—স্ত্রীলোকেরই গলা এবং চেনা গলা।

অর্থপতি। চেনা গলা! কারা আস্‌ছে—চেনা নাকি?

মণিভদ্র। নিপুণিকা, চতুরিকা আর তরঙ্গিণী।

অর্থপতি। ও—তাই নাকি! তরঙ্গিণীটা কে?

মণিভদ্র। ওদের বাল্যসাথী। কেন—দেখনি ওকে? বেশ ভাল বরে বিয়ে হ'য়েছে।

অর্থপতি। খুব ভাল বর, বউকে রাস্তায় রাস্তায় গান গাইতে পাঠিয়েছেন! অতি উদার—অতি মহৎ! (চতুরিকার প্রতি) এদের সঙ্গে কোথায় যাওয়া হচ্ছে—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

নিপুণিকা। কোথায় আর যাবে,—আমাদেরই সঙ্গে বাগানে একটু বেড়াচ্ছে। কেমন হাওয়া দিচ্ছে—দেখেছেন?

অর্থপতি। হ্যাঁ, চমৎকার হাওয়া! আপনারা যত ইচ্ছে খেতে পারেন! প্রাণপুরে পেটপুরে হাওয়া খান—আপত্তি করবো না। কিন্তু চতুরিকার হাওয়া খাওয়া হবেনা।

মণিভদ্র। আহা, কেন গণ্ডগোল কর্‌ছো দাদা! কতদিন পরে দুই বোনে দেখা হ'য়েছে, একটু গল্পগুজব কর্‌লে আর মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

অর্থপতি। যে আজ্ঞে, আপনাকে বক্তৃতা কর্‌তে বলিনি। (চতুরিকার প্রতি) যা ব'ল্‌ছি তাই কর—বাড়ী যাও। বাড়ী চিনতে পারবে নিশ্চয়ই? আমি এখনি যাব।

মণিভদ্র। কি আশ্চর্য্য! ওর আপন বোন, তার সঙ্গে বেড়াবে,—তাতেও তোমার আপত্তি!

অর্থপতি। বোনের সঙ্গে বেড়ান ত মন্দ নয়; কিন্তু যার সঙ্গে ঘর কর্‌তে হবে, তার সঙ্গটাই বোধ হয় ভাল।

মণিভদ্র। কতদিন পরে দেখা—আপন মার পেটের বোন!

অর্থপতি। দেখাও হ'য়েছে, আলাপও হ'য়েছে,—আর কেন? এখন পথ দেখলে ভাল হয় না? বোনই হোক্ আর বোনাইই হোক্, ওরকম বিলাসিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমি আমার ভাবী স্ত্রীকে মিশতে দিতে পারি না। চতুরিকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। তার চরিত্রবল যাতে দৃঢ় হয়, ধর্ম্ম আর সুনীতি—

মণিভদ্র। আরে, নিপুণিকা সম্বন্ধে সে দায়িত্ব আমারও তো আছে? আমার তো মনে হয়—

অর্থপতি। মনে যাই হোক্ ভাই, আমার স্পষ্ট কথা। চতুরিকার বাপ আমার উপর যখন ওর ভার দিয়ে গেছেন, তখন ওর সম্বন্ধে আমি যা ভাল বুঝবো—তাই হবে। তোমার নিপুণিকা সম্বন্ধে তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর—আমি তো বারণ কর্‌তে যাচ্ছিনা। তুমি তাকে বেনারসীর উপর ঢাকাই, ঢাকাইয়ের উপর কিংখাপ, কিংখাপের উপর রেশমী, তার উপর কাশ্মীরি শাল চড়িয়ে বিহুনি ঝুলিয়ে সারা সহর ঘুরিয়ে আন না, আমি আপত্তি করব না। আমার ভাবী-স্ত্রী মোটা কাপড় পর্‌বে, গেরস্থর কুলবধূর মত ঘরের ভিতর রান্নাবান্না ক'র্‌বে।

মণিভদ্র। তোমার টাকার গাদা তা হ'লে কি হবে? কার জন্য রেখে যাবে? স্ত্রীকেও সুখে স্বচ্ছন্দে রাখবে না!

অর্থপতি। টাকার গাদা, টাকার গাদা—তোমরা কেবল টাকার গাদাই দেখছ! পরের টাকা কম আর কে দেখে বল? পাচক ব্রাহ্মণ কিম্বা ভৃত্য হয়তো আমি রাখ্‌তে পারি; কিন্তু আমার ভাবী-স্ত্রীকে গেরস্থালি শেখাবার জন্যই আমি এই রকম ব্যবস্থা করেছি। আমাকেই যখন বিয়ে কর্‌তে হবে, তখন আমার পছন্দ মত অভ্যাসই চতুরিকার করা দরকার।

চতুরিকা। আমি কি কখনও তোমার অমতে কোন কাজ করেছি?

অর্থপতি। চুপ,—কথা না! দশজনের সাক্ষাতে তোমার ভাবী বরের সঙ্গে কথা কওয়া অনুচিত। এর জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত! এই মুহূর্ত্তে লজ্জিত হও।

নিপুণিকা। একি! তুমি আমার সাম্‌নে আমার বোন্‌কে ধম্‌কে কথা কও?

অর্থপতি। যাকে আমার ধমক দেওয়ার অধিকার আছে, তাকে ধমক দিইছি। আপনাকে আমি ধমকও দিইনি, আপনার সঙ্গে কথাও কচ্ছি না।

নিপুণিকা। আমার বোন্‌কে আমি আজই আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব। তোমার কাছে ওকে রাখ্‌বো না।

অর্থপতি। ওহে মণিভদ্র, তোমার প্রণয়িনীর রাশটা একটু টেনে ধর! একটু পরে উনি চারপায়ে ছুটবেন!

(নিপুণিকা রাগিয়া উঠিল চতুরিকা সজল নয়নে মুখাভিনয়ে নিপুণিকাকে নিবৃত্ত করিল ! নিপুণিকা তবু উত্তর দিতে বাধা করিল না)

নিপুণিকা। তোমাকে আর বেশী কি বল্‌ব, তুমি অতি ছোট লোক !

অর্থপাত আমি ছোটলোক ! ওহে মণি ! শোন—শোন, তোমার ভাবী-বধূর কথাবার্ত্তা চমৎকার—সদ্বংশিক্ষা একেবারে অনিন্দ্যসুন্দর ! রাস্তায় দাঁড়িয়ে দশজন লোকের সামনে কোমর বেঁধে পুরুষের সঙ্গে ঝগড়া ক'রছেন !

মণিভদ্র। কি আর ক'রব বল দাদা ! ঢিল্‌টী মারলেই পাটকেলটী খেতে হয়।

অর্থপতি। (চতুরিকার প্রতি) তোমায় যা ব'লেছি, অবিলম্বে তাই কর,— আমার আদেশ পালন কর।

[চতুরিকা সজল নয়নে নিপুণিকা ও তরঙ্গিণীর পানে চাহিয়া প্রস্থান করিল]

নিপুণিকা। আমি তোমায় বলছি, তুমি অতি অসভ্য, নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীন ! যে ভাবে আমার বোন্‌কে বশ ক'র্‌তে যাচ্ছ, জেনে রেখো—সে ভাবে স্ত্রীলোককে বশ করা যায় না ! তোমার এই ব্যবহারের পরও আমার বোন যদি তোমায় ভালবাস্‌তে পারে, তাহ'লে বুঝবো— ও আমার বোনই নয় !

তরঙ্গিণী। রাগে আর লজ্জায় আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি ! এ লোকটা ভদ্রলোক—না

কি? ভদ্রমহিলার উপর এই ব্যবহার? কেন— আমরা কি ক্রীতদাসী না ছোটজাতের মেয়ে যে আমাদের দরজা বন্ধ ক'রে রাখ্‌বে? আমাদের অপরাধটা কি যে, আমাদের বন্দী ক'রে রাখ্‌বে! আর, অতো যে সাবধান হ'চ্ছেন মশাই! তার মানেটা কি? আমরা যদি চাতুরী করি, আপনাদের প্রত্যেককে একটি ক'রে গাড়োল বানাতে পারি—তা জানেন? যে পুরুষমানুষ স্ত্রীলোককে বিশ্বাস না করে, সে একটা—সে একটা জাম্বুবান! আমরা যদি নিজের ধর্ম্ম ও মান-মর্য্যাদার গুরুত্ব বুঝে ভাল থাকতে ইচ্ছা করি, তবেই ভাল থাকি,—নইলে পৃথিবীর কোন পুরুষ মানুষের সাধ্য নেই যে চোখ রাঙিয়ে আমাদের ভাল রাখে! কথাটা ভাল ক'রে বুঝে দেখবেন মশাই!

অর্থপতি। আপনার বাক্‌পটুতায় আমি চমৎকৃত হ'য়েছি! আপনার স্বামী পরম ভাগ্যবান! আমি এখান থেকেই তাঁকে নমস্কার ক'রছি! আপনার মতো স্ত্রীকে নিয়ে তিনি আজও টি'কে আছেন—ফেঁসে যান নি!

নিপুণিকা। আয় ভাই তরঙ্গিণি! কেন মিছে ও ছোট লোকটার সঙ্গে তর্ক কর্‌ছিস্? (মণিভদ্রের প্রতি) তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপচারি কর—আমরা চল্লাম।

মণিভদ্র। আমার উপর রাগ ক'রলে নাকি নিপু?

নিপুণিকা। না—রাগ আর আমি কার উপর ক'রবো? আমার কেই বা আছে!—আয় ভাই!

মণিভদ্র। না—না, আমি এখনই যাচ্ছি। তুমি তোমার সখীর সঙ্গে একটু বেড়াও না। (তরঙ্গিণীর প্রতি) দেখুন, আপনি আমার হ'য়ে দুইএক কথা ব'ল্‌বেন—আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ!

তরঙ্গিণী। ও রকম লোকের সঙ্গে কিন্তু আপনার বন্ধুত্ব রাখা উচিত নয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

অর্থপতি। যাও এইবার—পায় ধরে মানভঞ্জন করগে?

মণিভদ্র। সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি ভাই, মানভঞ্জনের জন্যই তোমার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ রইলাম।

অর্থপতি। তার মানে?

মণিভদ্র। 'তার মানে'—? তার মানে, ওঁদের সঙ্গে না গিয়ে তোমার সঙ্গে এখানে কথা ক'য়ে আমি আমার প্রিয়তমাকে অভিমান ক'র্‌বার একটি স্থযোগ দিলাম।

অর্থপতি। বাড়ী গিয়ে পায় ধ'রতে হবে।

মণিভদ্র। সে স্থযোগ পেলে ধন্য হয়ে যাব।

(নারীকণ্ঠে সুর শোনা গেল]

মানের দায়ে গোপনে যে

ধরেনাক' প্রিয়ার পায়—

অর্থপতি। আবার কারা আসে রে!

মণিভদ্র। আজকের রাতের কথা ছেড়ে দাও দাদা! কত মেয়ে দলে দলে আসবে—খাবে!

অর্থপতি। ছুঁড়িগুলো ক্ষেপে গেছে দেখছি।

মণিভদ্র। তুমিও যখন ছুঁড়ি চাইছ, আজকালকার চালচলন একটু জেনে শুনে নাও—কাজে লাগবে।

[তরুণীগণের প্রবেশ ও গান]

গান

মানের দায়ে গোপনে যে
ধরেনাক' প্রিয়ার পায়—
এমন পুরুষ কোন্ রমণী চায়?
আপনারে যে বিলিয়ে দিতে পারে—
সেইতো পুরুষ, পরশমণি,
নারী চায় তারে।
পায় যদি সে ধরায় কভু,
নয়ন জলে পা ধোয়ায়!
রসিক সুজন এ রস জানে—
অরসিকের কাজ কি কথায়?

[তরুণীগণ অর্থপতিকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল]

অর্থপতি। আরে—মেয়েগুলো যে কাউকেই মানে না!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অর্থপতির বাড়ীর সম্মুখের পথ।

রাত্রি প্রথম প্রহর

(দ্বিতীয়াংশ)

[চিত্রবিলাস দুই একবার সেখান দিয়া গেলেন, জানলার দিকে চাহিতে লাগিলেন—অন্য দিক হইতে মালিনী আসিল।]

মালিনী। অত ঘন ঘন ওদিকে চাইছেন কেন শ্রেষ্ঠীমহাশয় ?

বিলাস। কে—মালিনী নাকি ? তোমার মালঞ্চে আজকাল কেমন ফুল ফুটছে ?

মালিনী। কথা দিয়ে কথা এড়ালে চলবে না—আমি ছাড়ছিনে. অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য ক'রেছি।

বিলাস। লক্ষ্য যখন করেছ, তখন জান নিশ্চয়—দেখেছ ?

মালিনী। দেখেছি—আপনার যোগ্য বটে !

বিলাস। যোগ্য অযোগ্যের কথা পরে। কুমারী কি সধবা—তার খোঁজ রাখ ?

মালিনী। খোঁজ নিতে কতক্ষণ ?

বিলাস। তা' খোঁজটা একবার নাওনা?

মালিনী। ফুলশয্যের ফুল আমি যোগাব তো?

বিলাস। তোমার যে দেখছি—গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, কোথায় কিছুনা—আগেই ফুলশয্যের যোগাড় করছ!

মালিনী। আশাতে মানুষ বাঁচে! আপনি একজন বড় খরিদ্দার, আপনার বিয়েতে সমস্ত বাড়ী ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেব!

বিলাস। যাক্; মালিনি, তোমাদের কবির কাছে নতুন কোন শোলোক-টোলোক শিখলে—?

মালিনী। আপনি যাঁকে ভাবছেন, তাঁর সম্বন্ধে?

বিলাস। আমি যাকে ভাবি, তোমাদের কবি-ও কি তাঁকেই ভাবেন নাকি?

মালিনী। কবি কাউকে বাদ দেন না। কবির কাছে সবাই সমান!

বিলাস। তাইতো—কবির উপর হিংসা হয় যে! আচ্ছা, কবি মেঘদূত লিখে তোমাকেই আগে শুনিয়েছিলেন?

মালিনী। হ্যাঁ—শুনিয়েছিলেন। আপনারা আমায় দূতী করেন, কবির—কাব্যের নায়ক যক্ষ—দূত মেঘ। দূতীর কাজ আমি জানি—তাই বোধকরি, আমাকে দিয়ে মিলিয়ে নিলেন! এই মালা নিন—যত্ন ক'রে রাখবেন; সময় আর সুযোগ পেলে তার গলায় পরিয়ে দেবেন।

বিলাস। কবে সময় হবে? তার আগেই যদি শুকিয়ে যায়!

মালিনী। তবে আর আপনার কাছে দিচ্ছি কেন। আমি রোজ নতুন ফুলের মালা গাঁথি। পুরোনো ফুল কি ক'রে তাজা

রাখতে হয়, সেতো আপনারাই জানেন; নিরালায় চোখের জল দিয়ে রোজ একবার ভিজিয়ে নেবেন; এই নিন। কিন্তু শ্রেষ্ঠীমহাশয়! আপনার এই প্রেমের রকমসকম কিছু বুঝলাম না। জানি না—পারি কি হারি!

মালিনীর গীত

(আমি) বুঝ্‌তে পারিনে, তোমার প্রেমের কি ধারা—
দূর থেকে চোখে-দেখে পাগলপারা,
কাছে গেলে কি হ'তো তা' ভেবে ভেবে হলাম সারা!
প্রথম প্রণয় বুঝি—বুঝি বিরহ,
অনুরাগ, অভিমান, রূপের মোহ—
এ কেমন প্রেম তাই বুঝায়ে কহ।
নায়ক দাঁড়ায়ে গণে আকাশের তারা।
মৎস্য ধরিবে তুমি, ছোঁবে নাকো জল
গাছে উঠিতে নারো, খাবে পাকা ফল!
(তোমার) চাঁদমুখে হাসিটুকু ভরসা কেবল,
(দেখি) যা থাকে কপালে আর যা করেন তারা॥

বিলাস। একি তোমার কবির উক্তি নাকি?

মালিনী। ভাবটা কবির বটে—তবে সুরলয় আমিই সুবিধেমত ক'রে নিয়েছি। আমি চলি—

বিলাস। এস, তোমার মালার দাম নিয়ে যাও

মালিনী। ফুলের কি আর দাম হয়? কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে, ফুলের মালারও দাম নিতে হয়। তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

[তরঙ্গিণী, নিপুণিকা ও চতুরিকা'র প্রবেশ]

তরঙ্গিণী। ও বুড়োটা যে তোকে বিয়ে ক'রবে বিয়ে ক'রবে ব'লে চেঁচাচ্ছে—তার মানেটা কি! তুই তাহ'লে ওকে আস্কারা দিয়েছিস্ বল্?

চতুরিকা। তা একটু দিয়েছি। ও রঙ্গ করতো—আমিও রঙ্গ ক'রতাম? এখন দেখ্ছি কাজটা ভাল হয়নি।

নিপুণিকা। তুই কি বলে ওর সঙ্গে রঙ্গ ক'রতিস্—বেহায়া কোথাকার!

চতুরিকা। সত্যি কথা বল্তে কি ভাই, এমন অজ পাড়াগাঁয়ে আমায় রেখেছিল!—জীবনে যে আমোদ-আহ্লাদ আছে, আমি একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। তখন আমার মাঝে মাঝে মনে হ'ত—ভগবান আমার কপালে বুঝি এই বুড়ো বরই জুটিয়েছেন?

তরঙ্গিণী। এখানে এসে কি মনে হ'চ্ছে?

চতুরিকা। এখানে এসে মতিগতি একটু অন্য রকম হ'য়েছে!

তরঙ্গিণী। ওদিকে একদৃষ্টে কি চেয়ে দেখছিস্—ওই বাড়ীর জানলায়?

চতুরিকা। ওই বাড়ীতে একজন কুহকী থাকেন।

তরঙ্গিণী। দেখেছো তাকে—?

চতুরিকা। দেখেছি গো দেখেছি—!

তরঙ্গিণী। ম'জেছ—?

নিপুণিকা। তুই চিনিস্ নাকি তাকে—?

তরঙ্গিণী। চিনিনে আবার—! আমার স্বামীর সঙ্গে যে বড় বন্ধুত্ব!

নিপুণিকা। তাহ'লে তরঙ্গ, তুই বিয়ের ঘটকালি কর—! ওকে বেশী দিন কুমারী রাখলে লুকিয়ে ও বুড়ো কোন্ দিন বিয়ে ক'রে ফেল্‌বে!

তরঙ্গিণী। আমার বাড়ীতে যদি চতুরিকাকে নিয়ে যাই?

নিপুণিকা। বুড়ো সহজে ছাড়বে কিনা—। নিশ্চয়ই আমাদের গতি-বিধি লক্ষ্য করছে! যাক্; এ ছেলেটা কেমন?

তরঙ্গিণী। পাত্রের মত পাত্র! যেমন রূপগুণ, তেমনি টাকাকড়ি। --সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে! এই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তোর্ সঙ্গে বুঝি ইসারা-ইঙ্গিত চলে!

চতুরিকা। দূর মুখপুড়ি!

নিপুণিকা। এর বেলায় 'মুখপুড়ি'—আর বুড়োর সঙ্গে যখন রঙ্গ করিস্, তখন লজ্জা কোথায় থাকে—? না, ওসব লজ্জাটজ্জা চল্‌বে না—এই ছেলেটাকেই তোর বিয়ে করতে হবে।

চতুরিকা। আমার কি তেমন অদৃষ্ট দিদি! আমার কপালে ওই বুড়ো বরই নাচছে।

নিপুণিকা। তা হ'লে বল্, বুড়োর উপর তোর ঝাঁতের টান আছে—! ওই দেখ, তরঙ্গ, ছেলেটাও এই দিকে ঘন ঘন দেখছে!

চতুরিকা। ও কাকে দেখছে—তা কে জানে বল? হয়তো তরঙ্গের উপরই ওর নজর।

তরঙ্গিণী। এই যে আমার চতুরিকার বাক্‌চাতুরী দেখা দেছে!

নিপুণিকা। না ভাই! হাসিঠাট্টা নয়—বুড়োর হাত থেকে ওকে উদ্ধার কর্ত্তেই হবে। তোমার স্বামীর বন্ধু—তুমি একটু চেষ্টা কর!

তরঙ্গিণী। চতুরিকা নিজে আগে প্রেম করুক—তারপর! যেখানে প্রেম নেই, সে বিয়ের সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিনে। উনি আবার কে, গান গাইতে গাইতে এদিকে আসছেন? মাগীর ঢং দেখ।

নিপুণিকা। ওহে আমাদের মালিনী—রাজবাড়ীতে ফুল যোগায়; আর শুনেছি—রাজসভার কবি নাকি ওকে শোলোক শোনায়।

তরঙ্গিণী। তাই বুঝি মাগীর এত রঙ্গ!

[গান গাইতে গাইতে মালিনী প্রবেশ করিল—তার খোঁপায় ফুলের তোড়া, হাতে ফুলের মালা]

গান

মোর মালঞ্চে ফুটলো আজি তোমার বিয়ের ফুল—
যুই, চামেলী, চাঁপা, বেলি, বকুল-মুকুল!
ধর ধর, পর মালা, মালা—তার চোখের জল-ঢালা—
(এই নাও) খোঁপায় পর চাঁপার কলি
কানে পর ফুলের দুল!

ওলো প্রথম-প্রণয়-ভীরু,
ওরে, এত কেন তোর লাজ !
ফুলে ফুলশর-বিজয়িনি,
কর অপরূপ রূপ-সাজ !
তার প্রাণ কর আকুল
তার প্রাণ কর আকুল ॥

মালিনী। এখন বল, কোন্ দিদিমণির গলায় মালা পরাব ?

তরঙ্গিণী। (চতুরিকাকে দেখাইয়া) এই এর। বুঝ্‌বো কেমন তোমার ফুল—যদি বিয়ের ফুল ফোটাতে পার !

মালিনী। তাই নাকি ? তবে তো—আন্‌কোরা নতুন খদ্দের !

চতুরিকা। রক্ষে কর মালিনি—আমার মালায় কাজ নেই !

মালিনী। ছিঃ,—অমন কথা কি বল্‌তে আছে !

[গলায় মালা পরাইয়া দিল। চতুরিকা যে দিকে মাঝে মাঝে দেখিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া দেখিল।]

তরঙ্গিণী। হ্যাঁ, ভাল করে চেয়ে দেখ।

চতুরিকা। তুমি ভারি চালাক— !

তরঙ্গিণী। না, চালাকি তুমি একাই শিখেছ ? নিপুণ, আয় ভাই ! আমাদের আর কিছু করতে হবে না। এইবার শিকারী আপনিই শিকার ধর'বে। তার উপর মালিনী দিদির হাতযশ। চল, আমরা একটু গা-ঢাকা দিই।

মালিনী। ওই বাড়ীর কর্ত্তা তো? তাঁকেও একছড়া মালা দিয়ে এসেছি।

তরঙ্গিণী। তবে আর কি—তুমিই তো ঘট—কচু—ভামণি!

মালিনী। তা যেন হ'ল—কিন্তু আমার এই নিপুণ দিদিমণির গলায় কবে মালা পরাব?

নিপুণিকা। ক্রমশঃ—আগে এটা হ'য়ে যাক। আচ্ছা, আজকার মত চল্লাম ভাই! আবার হয়তো কখন্ বুড়োটা এসে পড়বে!

মালিনী। এটা তোমার বোন্ নাকি দিদিমণি? ও বাড়ীর কর্ত্তা চিত্রবিলাস শ্রেষ্ঠী? তা' বেশ মানাবে—খাসা। ফুলশয্যে সাজিয়ে দেব কিন্তু আমি—আমার বায়না নেওয়া রইলো!

তরঙ্গিণী। আচ্ছা—আচ্ছা; দেখিস, যেন শিকার ফসকে না যায়।

চতুরিকা। অমন যদি কর তো—আমি এই চল্লাম উপরে!

তরঙ্গিণী। যাওনা, দেখি কেমন ক্ষেমতা! সেটী আর যেতে হবে না চাঁদবদনী!

তরঙ্গিণীর গীত।

চাঁদবদনি প্রেমে হিয়া দুরদুর্
এবার বুঝিব তুই কেমন চতুর!
যদি পেতে চাও সই! প্রাণ যারে চায়—
লাজ ভাসায়ে আগে দাও দরিয়ায়,
(যেন) অঙ্গ ঘেরিয়া উঠে অমৃত মধুর!

দ্বিতীয় অঙ্ক

নয়ন কহিবে কথা নয়ন সনে
(তার) বিগলিত হিয়া যেন পড়ে চরণে ;—
রিনিকি রিনিকি ঝিনি কনক নূপুর
রহি রহি বাজে যেন মরমে বঁধুর ॥

[হাসিতে হাসিতে তরঙ্গিণী প্রভৃতির প্রস্থান। উহারা যে দিকে গেল, চতুরিকা কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল—পরে বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল ; এমন সময় চিদ্বিলাস প্রবেশ করিল। এমন অবস্থায় দুইজনের দেখা। চতুরিকা ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বিলাস সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। অনতিবিলম্বে তাহার বন্ধু অমরনাথ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিল—সে চমকিয়া মুখ ফিরাইল—]

বিলাস। কে ?

অমর। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নই—বন্ধু। হাঁ করে চাতক পাখীর মত আকাশের দিকে তো চেয়ে আছ ! মেঘের বারিবিন্দু এক আধ কণা পেলে ?

বিলাস। মেঘ সশরীরে মাটিতে নেমে এলো। কিন্তু ভাই ! আমি এমনি হতভাগা যে—

অমর। সেটি আর প্রকাশ ক'রে বল্‌তে হবে না—এমনিই বুঝে নিয়েছি। কিন্তু অমন ক'রে শুধু দীন-করুণনয়নে চাইলে হবে না—আত্মনিবেদন করতে হবে কথার দ্বারা !

বিলাস। কিন্তু কথাই যে আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না ! বিশেষ, অচেনা ভদ্রমহিলা,—হঠাৎ তাঁর সঙ্গে কি কথাই বা বলি ?

অমর। কেন, আলুপটোলের বাজার দর ! আরে, পুরুষমানুষ

আগে আগ্রহ না দেখালে—অবলা স্ত্রীলোক—সে কি আগে কথা কইবে ?

বিলাস। তাতো বুঝতে পার্চ্ছি—কিন্তু করি কি !

অমর। এমন নির্জ্জন সন্ধ্যারাত্রিতে তুমি একা পেয়েও সুযোগটা নিতে পারলে না ?—

[সুর শোনা গেল—উপরের ঘরে]

বিলাস। চুপ্—চুপ্ ; শোন—শোন,—গান গাইছে !

অমর। তিনিই নাকি ?

বিলাস। নিশ্চয়ই ! আমি জানি, বাড়ীতে আর কেউ নেই—সেই চোয়াড়ে লোকটী আর তিনি !

অমর। তাহ'লে দৈত্যপুরে একরকম বন্দিনী বল্লেই হয় !

বিলাস। নিশ্চয়ই ! তরুণীর মুখ দেখে মনে হয়—সে সুখে নেই ; তবুতো সন্দেহ ঘোচে না ! কি জানি, কি মনে করবে ! যাক্, এখন গানটী শোনো—

[উপরে বামাকণ্ঠে গান]

গান

রূপ হেরে আঁখি ঝুরে—
আমি হারায়েছি প্রাণ,
জীবন যৌবন মম
চরণে করিনু দান।
মরমের দুখ জ্বালা
ঢেকেছি চাতুরী দিয়ে,

অশ্রু রুদ্ধ রাখি—
এসেছি হাসিটি নিয়ে।
পরিচয় আপনার
একদিনে দেওয়া ভার ;
প্রেম বুঝাইব প্রিয়! চরণে পাইলে স্থান ॥

বিলাস। গান শুন্‌লে অমরনাথ?

অমর। শুন্‌লাম তো—বাঃ বাঃ, চমৎকার!

বিলাস। কি রকম মনে হয়?

অমর। গানের ভিতর কিসের যেন একটা ইঙ্গিত রয়েছে! তোমার নিরাশ হবার তো কোনই কারণ দেখ্‌ছিনে।

বিলাস। কিন্তু গান তো হাওয়ায় ভেসে আসে। মাঝখানের এই হাওয়াটাকে অতিক্রম ক'রবার উপায় কি? নাগাল পাব কি করে?

অমর। চিন্তার কথা! একটা গান মনে প'ল। তুমি তো আর গাইতে পার না—তোমার হ'য়ে আমি উত্তর দিই। উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ—লাগে তাক্, না লাগে তুক্!

গান

ভীরু! তোমার মিছে ভাবনা—
যারে পেতে চাও, পাও বা না পাও
কেন মনে ভাব "পাব না"।

তুমি পেতে চাও যারে
সে তোমারি আশায়
বাতায়নে চেয়ে—
দাঁড়ায়ে পথের ধারে ;—
তবু তুমি চলে গেলে
তবু মুখ পানে—
নয়ন তুলিতে নারে।
সে যেতে যেতে—নাহি যায়
এদিক্ ওদিক্ চায়,
যাই যাই করে,
পা নাহি সরে—
আবার সে ভাবে—"যাব না"।
পেটে খিদে আছে, মুখে লাজ ভরে
জোর ক'রে বলে—"খাব না" ॥

অমর। ওই সেই চোয়াড়ে লোকটা এইদিকে আস্‌ছে। ঘন ঘন আমাদের দিকে কট্‌মট্‌ করে চাইছে ; অনুমানে বোধহয় —উনিই তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী।

বিলাস। নিশ্চয়ই ; নইলে, ওকে দেখবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর রাগে জলে যাচ্ছে কেন? আপাততঃ গায়ের রাগ গায়েই মেরে লোকটার সঙ্গে আলাপ করা দরকার।

অমর। লোকটার মেঘে মেঘে বেলা হ'য়েছে—নেহাৎ কাঁচা নয়! ওর কথা আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি—ওকে একটু নাচাব।

[অত্যন্ত নিরীহভাবে দুইজনে একস্থানে স্থির হইয়া বসিল ; এমন সময় অর্থপতির প্রবেশ]

অর্থপতি। (স্বগত) ছোঁড়াদুটো এতক্ষণ হাঁ ক'রে আমারই ঘরের দিকে চেয়েছিল। নিশ্চয়ই চতুরিকাকে দেখেছে। আজকালকার ছেলেগুলোর হ'ল কি! যুবতী স্ত্রীলোক দেখেছে কি, একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি শ্লীলতা সব লোপ! এসব এই সহরতলী জায়গার দোষ। আমাদের পাড়া-গাঁ অনেক ভাল। দেব নাকি দুটো ঝিটেকড়া কথা শুনিয়ে? না—কাজ নেই ; সহরের ডাংপিটে ছেলে!—আমায় নাকের জলে চোখের জলে ক'রবে। তার উপর হয়তো দলে পুরু আছে।

অমর। (অগ্রসর হইয়া) এই যে পণ্ডিতমশায়! কেমন আছেন? আপনার টোল এখন কেমন চল্‌ছে? সেই সেখানেই আছেন তো? না সহরে টোল খুলেছেন? রাজার কাছে কি রকম সাহায্য পাচ্ছেন?—দেখুন পণ্ডিতমশায়! কথাটা হ'চ্ছে কি জানেন,—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র নচ বিদ্যা ন পৌরুষং! নইলে আপনার মত একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত!—আমি জোর গলায় ব'লতে পারি, এই উজ্জয়িনী

নগরেই নেই! রাজার উচিত, আপনাকে ভূমি, অর্থ ও স্বর্ণ দান করা। কিন্তু হ'লে হবে কি? ঐ আমার গোড়ার কথা—!

অর্থপতি। (স্বগত) লোকটা আমায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্থির ক'রেছে! যাক্—ভাঙা হবে না! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে গরীব মনে ক'রলে, সেটা কি ভাল হবে!

অমর। কি ভাবছেন পণ্ডিতমশায়! আমায় চিন্‌তে পারছেন না? আমি আপনার ছাত্র—আপনার সন্তানতুল্য। ইনি—আমার অতি প্রিয় বাল্যবন্ধু—ঐ সামনের বাড়ীতে থাকেন। নাম—শ্রীচিদ্বিলাস শর্ম্মা। জাতিতে শ্রেষ্ঠী। আমরা শুধু বিলাস ব'লেই ডাকি। ওরই কাছে শুন্‌লাম, আপনি এই পাড়াতেই এসেছেন সম্প্রতি! বিলাস! নমস্কার কর পণ্ডিত মশায়কে। বড় ভাললোক; আর অমন পণ্ডিত তুমি তোমার উজ্জয়িনীতে পাবে না!

অর্থপতি। দীর্ঘায়ুরস্তু। দেখি, আমি তোমায় গোড়ায় ঠিক চিন্‌তে পারিনি—এখন মনে হ'চ্ছে বটে! মুখখানা বেশ মনে প'ড়ছে! তোমার নামটি কি ছিল বল দেখি?

অমর। হ্যাঁ, তা ভুল হ'তে পারে বৈকি! অনেক দিনের কথা তো বটে; তাছাড়া, আপনার চেহারা তেমন পরিবর্ত্তন হয় নি বটে,—কিন্তু আমি তো প্রচুর বদলেছি! আমাদের ধরুন যৌবনকাল; আর আপনার তো বোধ করি ষাটের

কাছে গেল! আমার নাম অমরনাথ। এইবার মনে পড়েছে বোধ হয়?

অর্থপতি। হ্যাঁ হ্যাঁ—অমরনাথ অমরনাথ। তা বাবা অমরনাথ! তোমার বিষয়কর্ম্ম কি করা হয়?

অমর। তা আপনার আশীর্ব্বাদে বেশ ভাল কাজই ক'রছি! আমি উজ্জয়িনী-রাজ্যের সেনাপতি। আমার অধীনে দুই লক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য। আর এই আমার বন্ধু চিদ্বিলাস—ইনি উজ্জয়িনী-রাজ্যের অর্থসচিব; তার উপর এঁর পৈত্রিক সম্পত্তির মূল্যই দশ কোটী স্বর্ণমুদ্রা!

অর্থপতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আশীর্ব্বাদ ক'রবো বৈকি বাবা। দশ কোটী আর তোমার দুই লক্ষ—সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ ক'রছি! তা বাবা বেশ হ'য়েছে! গোব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ! তা চলনা কেন বাবা, একবার আমার বাড়ীতে একটু বস্‌বে। এই তো বাড়ী—

অমর। না না, আমরা রাজকাজে বেরিয়েছি কিনা?—আজ আর সময় হবে না। কাল এক সময়—কি বল বিলাস?

বিলাস। বেশ, তাই হবে। তা'ছাড়া, আমি তো ওঁর প্রতিবেশী,—আলাদা বাড়ী ভাড়া ক'রে ওঁর থাকার দরকার কি? উনি চাই-কি ইচ্ছা করলে আমার বাড়ীতেই থাকতে পারেন। বৃদ্ধ মানুষ—একা থাকবেন—।

অর্থপতি। থাক্—থাক্, তার দরকার নেই। আমার আবার নানা রকমের হাঙ্গামা আছে বাবা! এই বুঝতেই

তো পারছ, পূজাআশ্রয় ধ্যানধারণা! একটু নির্জ্জন দরকার!

অমর। ও সব আর জানি নে? সে রাতদিন—রাতদিন, বুঝলে বিলাস! অমন ধার্ম্মিক লোক তুমি পাবে না! বলতে কি তোমায়, পণ্ডিতমশায়ের একাসনে সাত দিন গেছে! একেবারে হুঁস নেই! একটা চাল দাঁতে কাটেননি! তোমারও তো একটু ওসব আলোচনা আছে—ভাগবত, কঠোপ-নিষৎ নিয়ে নাড়াচাড়া ক'চ্চ। তুমি মাঝে মাঝে এসে ওঁকে জিজ্ঞেস ক'রে নেবে। একেবারে রসনাগ্রে সরস্বতী! আজ আমার এত আনন্দ হ'চ্ছে পণ্ডিতমশায়—কতদিন যে আপনার খোঁজ করেছি! ধরুন, গুরুদক্ষিণা সেকালে কিছু দিতে পারিনি!—আপনারই আশীর্ব্বাদে এখন যা হোক্ কিছু পাচ্ছি! আমার বড় ইচ্ছে আছে, দেখি একবার মহারাজকে ব'লে। (চিদ্বিলাসের প্রতি) তোমার তো হাতধরা তিনি—তোমার কথা ছেড়ে দাও। যাক্, দুই বন্ধু যখন আছি! একটা কিছু—যাক্; আপনি এখন কিছুদিন এখানে আছেন তো?—

অর্থপতি। হ্যাঁ, তা আছি বৈকি?—

অমর। ব্যাস্—ব্যাস্, তা হলেই হোল! আজ তাহ'লে পায়ের ধুলো দিন। এস বিলাস! পণ্ডিতমশায়কে আর একবার প্রণাম কর! আশ্চর্য্য পায়ের ধুলো! ওর শক্তি তুমি জান না। আজ শুধু ওই পায়ের ধুলোর জোরে আমি এত

বড়! যে কামনা ক'রে পায়ের ধুলো নেবে, সেই কামনাই তোমার পূর্ণ হবে! আচ্ছা, আজ তাহ'লে আসি! রাজকার্য্য র'য়েছে!—

[উভয়ের প্রস্থান।

অর্থপতি। তাইতো, লোকটুটো যে একেবারে আমায় অভিভূত ক'রে দিলে!—বেশ ভক্তি আছে! নিশ্চয়ই আমারই মত চেহারার কোন পণ্ডিতের কাছে ছেলেবেলায় লেখাপড়া শিখেছিল! কিন্তু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বুড়ো বুড়ো ব'ললে কেন? আমি কি সত্যিই বুড়ো?—আমার কি বয়েস হ'য়েছে! চতুরিকা হয়তো শুনতে পেয়েছে! ওইটে না ব'ল্লেই পারতো। যাহোক, লোকটুটোকে হাতছাড়া করা নয়—কাজে লাগবে! না—আমার ব্যবহারটা একটু কড়া হ'য়েছে বটে! আজ চতুকে আদর ক'রে দুটো মিষ্টি কথা বলিগে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাড়ীর ভিতর—ঘরের ভিতরে

[চতুরিকার নিকট একটী পুষ্পাচ্ছাদিত পেটিকা]

চতুরিকা। দূর-ছাই, কান্নাও তো আসেনা! চোখে জল যদি থাকে, তবেই কান্নার সুর খাপ খায়—নৈলে; আচ্ছা,

কাঁচালঙ্কা চোখে দেব? হে মা দুর্গা! দুফোটা চোখের জল—দুফোটা—দুফোটা—।

(অর্থপতির প্রবেশ)

অর্থপতি। চতু—চতু! ছিঃ ছিঃ, কেঁদনা—কেঁদনা! চতুরিকে—প্রাণাধিকে—নাবালিকে—কুসুমকলিকে! ছিঃ, কাঁদতে আছে কি? আমি কি কখনো তোমায় কড়া কথা বলি? আজ আর উপায় ছিল না চতু! তোমার ভালর জন্যই বকেছি। এতদিন ধরে তোমায় শিক্ষা দিয়েছি—আজ দুটো বিলাসিনী স্ত্রীলোক,—হোক্-না সে তোমার সহোদর বোন—তোমার বাল্যসখী! তোমায় আমি সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর মত সতী গড়তে চাই। চতু—চতু! ছিঃ কাঁদে কি?

চতুরিকা। সে তো আমি জানি। আমিতো তোমার শিষ্য। আমি তো সে জন্য কাঁদিনি।

অর্থপতি। তবে তবে—?

চতুরিকা। আমার আজ ভয়ানক অপমান হয়েছে। সে অপমান তুমি কল্পনা করতে পারবে না। সে অপমানের কথা তোমায় যখন বলবো. তোমার সর্ব্বশরীর জলে উঠবে! হয়তো বা তুমিই নদীর জলে ডুবে মর্ব্বে, কি বিষ খাবে!

অর্থপতি। সে কি কথা চতু!

চতুরিকা। বড় ভয়ানক কথা! কিন্তু তার আগে আমি তোমায় মিনতি

কর্চ্ছি, পায়ে ধরছি—তুমি বল যে, তুমি রাগ করে আত্মহত্যা করবে না? তুমি যদি আত্মহত্যা করো তো আমার কি দশা হবে—আমি কোথায় দাঁড়াব? কার কাছে যাব? পৃথিবীতে আর আমার কে আছে? তুমি একাধারে আমার—না না, তুমি লজ্জা পেয়ো না,—আমি সত্যি কথা বলচি, তুমিই একাধারে আমার বাপ-মা, ভাইবোন, স্বামীপুত্র, —একাধারে সব! তুমি বস, আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর—তুমি আত্মহত্যা করবে না?

অর্থপতি। না—না, এই আমি দিব্যি করছি,—আমার প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু আমি তোমার প্রাণে ব্যথা দেব না।

চতুরিকা। ওকি—ওকি, তুমি ওকি কথা বলছো,—'প্রাণ যায় সেও ভাল'! তবে কি, তবে কি তুমি জানতে পেরেছ—তুমি সঙ্কল্প করেছ যে তুমি প্রাণত্যাগ করবে?

অর্থপতি। না—না—না, ওটা আমি কথার মাত্রা হিসাবে বলেছি। প্রাণত্যাগ আমি করবো না চতুরিকা! কিন্তু তুমি বল, কে তোমায় অপমান করেছে? কিভাবে অপমান করেছে? কেন অপমান করেছে?

চতুরিকা। তা'হলে শোন। তুমি আমায় বাড়ী আসতে বল্লে তো?—আমি বাড়ী এলাম। যখন ঘরে ঢুকি—দেখি, ঐ বাড়ীর বারান্দায় দু'জন ছোঁড়া—দেখতে শুনতে বেশ ভাল!—আমায় দেখে হাসিঠাট্টা করতে লাগলো—

অর্থপতি। কি, তোমায় দেখে হাসিঠাট্টা! পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন লম্পট পরস্ত্রী-বৎসল চোর!—

চতুরিকা। আমি জানি, তুমি রাগ করবে; কিন্তু এখনো যে অনেক কথা বাকী!

অর্থপতি। ধৈর্য্য—ধৈর্য্য—ধৈর্য্য; ভগবান! ধৈর্য্য দাও; কিন্তু—কিন্তু, আচ্ছা চতু! তুমি বল—অতি অল্প কথায় বল; তোমায় দেখে ঠাট্টা!—আমার সমস্ত শরীর—! কি বল্লে, দুটো ছোঁড়া?—কি রকম দেখতে?

চতুরিকা। দেখতে শুনতে বেশ খাসা! একজন একটু নাদুস-নুদুস, আর একজন লম্বা ছিপছিপে—মুখে অল্প গোঁফের রেখা। সেই ছোঁড়াটাই হচ্ছে আসল নষ্ট!

অর্থপতি। কি কি—কি বললে?—

চতুরিকা। সে কল্লে কি,—ঘরের ভিতর গিয়ে একখানা চিঠি একটা পেটিকার ভিতর পুরে সেই পেটিকা ছুড়ে আমার বুকের উপর মারলে।

অর্থপতি। বুকে?—বুকের উপর—একেবারে বুকে! আমার কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—

চতুরিকা। কিন্তু কি 'প্রাণে'—ও—না না, আজো তো তোমায় ও সম্বোধনের অধিকারী আমি নই! কিন্তু কি ভদ্র—!

অর্থপতি। ঐ ছিপছিপে গড়ন, মুখে অল্প গোঁফ—?

চতুরিকা। যে তোমার পায়ের ধুলো নিলে, যাকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর্‌লে, সে সেই পাষণ্ড—সেই নরাধম!

দ্বিতীয় অঙ্ক

অর্থপতি। সেই নরাধম! ওঃ—চতু! জল জল; কিন্তু—

চতুরিকা। আবার 'কিন্তু' কি? এই জল খাও। (অর্থপতির জলপান) কিন্তু জল খেয়ে আমার অপমানের প্রতিশোধ নাও।

অর্থপতি। কিন্তু ও লোকটা যে বড্ড বড়লোক! ওর যে অনেক টাকা! আর তার উপর ও উজ্জয়িনী-রাজ্যের অর্থসচিব।

চতুরিকা। হোক্ বড়লোক, হোক্ রাজসচিব—আমি ভয় করি না। আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না, আর কারও দিকে চোখ তুলে চাই না,—এতে আমার ভাগ্যে যাই হোক্। এই দেখ, এই সেই পেটিকা! এই পেটিকার মধ্যে চিঠি পাঠিয়েছে। এত বড় আস্পর্দ্ধা!—

অর্থপতি। চিঠিতে কি লিখেছে?

চতুরিকা। ও চিঠি আমি পড়বো কেন? আমার কি ধর্ম্মজ্ঞান নেই? আমি কি সতী নই?

অর্থপতি। আচ্ছা দেখি—আমি পড়ে দেখি।

চতুরিকা। ছিঃ! ও চিঠি তুমি পড়বে কেন? কি দরকার তোমার? আমি ভেবেছি, ও যেমন চিঠি পাঠিয়েছে, ঠিক্ তেমনি ওর চিঠি না খুলে ওকে পাঠিয়ে দেব। তাহলেই বুঝতে পারবে আমার মনের অবস্থা। কিন্তু কাকে দিয়ে পাঠাই? আমাদের তো দারয়ান-চাকর নেই। তুমি যদি নিজে—আমার অবশ্য বলতে সাহস হয় না; কিন্তু—যদি পার তো তাহলে ঠিক মুখের উপর জবাব দেওয়া হয়।

অর্থপতি। নিশ্চয়ই! আমি যাব। তোমার এই সরল ব্যবহারে আমার

মনে যে কি আনন্দ হয়েছে চতু! আমি কি করে তোমায় জানাব। ওরও শিক্ষা হবে এরকম ঘটনায়। ওর চরিত্র পর্য্যন্ত সংশোধন হতে পারে। ছেলেটা আমার সঙ্গে আলাপ করলে—মন্দ বলেতো মনে হয়নি!

চতুরিকা। আজকালকার ছেলেমেয়েদের তুমি জান না। তারা ভেতরে এক রকম, বাইরে আর এক রকম! তোমার সঙ্গে তোমার মতো, আমার সঙ্গে আমার মতো!

অর্থপতি। আচ্ছা—আচ্ছা, আমি বুঝতে পেরেছি। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। পাজি—লম্পট! হোক্-না বড়লোক, আমার ভয় কি? আমিও কিছু দরিদ্র নই!

চতুরিকা। না—তোমার তেমন রাগ হচ্ছে না; আচ্ছা, তুমি পত্র পড়েই দেখ। তবেই হয়তো তুমি উত্তেজিত হবে।

অর্থপতি। না—না, আর আমার পত্র পড়ার দরকার নেই। আমার সত্যই রাগ হয়েছে—অত্যন্ত রাগ হয়েছে। রাগে আমি গর্‌গর্‌ করছি! দেখি পেটিকা, আমি এই মুহূর্ত্তেই যাব।

চতুরিকা। তাকে ব'লো— তার চোখের ভাষা, মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। আমি দময়ন্তী সাবিত্রীর মতো সত্য—

[অর্থপতির পেটিকা লইয়া প্রস্থান। চতুরিকা অনেকক্ষণ ধরিয়া হাস্ত করিয়া বলিল—]

দেখা যাক, এখন কি হয়!—আমি যে এতটা চাতুরী খেলতে পারবো, আমার যে এরকম বুদ্ধি মাথায় আসবে—আমিই তা জানতাম না! "যার শিল তার নোড়া—তারই

ভাঙি দাঁতের গোড়া" ! সত্যি—বলতে কি, তরঙ্গিণীর কথায়, ওদের স্বাধীন জীবন দেখে, আমার সাহস বেড়ে গেছে। তবে আমার বন্ধুটী বড় লাজুক !—সামনে দিয়ে এলাম, মুখের পানে চাইলাম, গান গাইলাম—একটা কথা ব'ল্লেনা। কিন্তু কি সুন্দর চেহারা ! যেন স্বর্গের দেবতা মাটিতে নেমে এসেছেন ! হে নারায়ণ, হে মহাদেব, হে মা দুর্গা ! আমার অপরাধ নিও না। আমায় এমন না করলে আমিও এতটা চাতুরী খেলতাম না। আমার আর উপায় নাই। দময়ন্তী হংসদূত পাঠিয়েছিলেন আর সাবিত্রী নিজের স্বামী নিজে খুঁজে বার করেছিলেন। দুজনেরই নাম করেছি—তাতেও কি বন্ধু আমার বুঝবে না ?

গান

মরমিয়া বন্ধু হে আমার !
কি মোহিনী জানে দুটী নয়ন তোমার।
গৃহকোণে বাতায়নে বসেছিনু একা,
তোমায় আমায় বঁধু, চোখে চোখে দেখা ;
নীরব চাহনি দিয়ে, হরণ করিলে হিয়ে
আমি হারাণো পরাণ নিয়ে চাহি চারিধার ॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মণিভদ্রের গৃহ। উদ্যানবাটিকা।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর

[নিপুণিকা একা একা বেড়াইতেছে। তারপর আপন মনে গান ধরিল]

গান

বুঝিতে পারিনে আমি জীবনে কি চাই,
আমারে যে ভালবাসে তাহারে কাঁদাই।
কেন যে কাঁদাই কাঁদি—জানি না নিজে,
কণ্টক বিঁধে হৃদে রয়েছে কি যে।
সদা কেন ভাবি যেন—'কি নাই' 'কি নাই'।
হৃদয়সাগরে ডুবে পাই না কিনারা কূল।
আরো কত নারী আছে, আমি কি বিধির ভুল।
কিসের অভাব কিছু খুঁজিয়া না পাই॥

তৃতীয় অঙ্ক

[নিপুণিকার কৃত্রিম অভিমান। মণিভদ্রের তাহা ভাঙাইবার প্রয়াস। নিপুণিকা সম্বন্ধে মণিভদ্রের দুর্ব্বলতা খুব বেশী। নিপুণিকাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্ত মণিভদ্রের অদেয় বা অকার্য্য কিছু নাই। মণিভদ্র অনেক কথা বলে—নিপুণিকা কচিৎ উত্তর দেয়। নিপুণিকার গানের পর মণিভদ্রের প্রবেশ।]

মণিভদ্র। তুমি এখনো মুখ গম্ভীর ক'রে আছ নিপুণ? এখনো তোমার—এখনো তোমার রাগ গেল না? কেন?—আমি কি দোষ করেছি?

নিপুণিকা। রাগ আমি কার উপর ক'রব? কেনই বা ক'রবো? আমার বাপ নেই, ভাই নেই—কেই বা আছে। তোমরা দয়া ক'রে বাড়ীতে স্থান দিয়েছ,—খেতে পরতে দিচ্ছ—এই যথেষ্ট! আমি কি এত অকৃতজ্ঞ যে, তোমাদের দয়া ভুলে তোমার উপর রাগ ক'রব?

মণিভদ্র। নিপু! আমি তোমায় দয়া ক'রে খেতে পরতে দিচ্ছি, দয়া ক'রে বাড়ীতে রেখেছি—এ কথা তুমি মুখ দিয়ে বল্লে?

নিপুণিকা। তুমি শুনতে চাও ব'লেই বলেছি—নৈলে ব'লতাম না।

মণিভদ্র। ছি লক্ষ্মীটী! আমার উপর রাগ ক'রো না? তুমি কি জান না, আমি তোমায় কত ভালবাসি!

নিপুণিকা। ভালবাসলে মানুষ আপনিই জানতে পারে—চেষ্টা করে জানতে হয় না। তার লক্ষণ আছে। ভালবাসা এত অস্পষ্ট জিনিস না যে, তুমি আমায় বুঝিয়ে দেবে তবে ভালবাসা আমি বুঝতে পারব!

মণিভদ্র। তাহ'লে আমি এখন কি ক'রবো—তাই বল ?

নিপুণিকা। তোমার প্রাণের বন্ধু ঠাকুরদাদার কাছে যাও! এই আজকের পূর্ণিমাতেই বোধ হয় তিনি চতুরিকাকে বিয়ে করবেন। যাও—বরযাত্রী হওগে!

মণিভদ্র। তুমি জাননা নিপুণা! অর্থপতিকে আমি কি রকম কড়া কথা বলেছি। তবে, অনেকদিনকার আলাপ—তোমাদের সমস্ত সম্পত্তি তার হাতে,—ওকে একটু হাতে রাখা আবশ্যক। সেইজন্যই আমি ওকে নিয়ে একটু রহস্য করি। তুমি যদি পছন্দ না কর, ওর সঙ্গে আর মিশবো না!

নিপুণিকা। আমার জন্য তোমার বন্ধুবিচ্ছেদ হবে নাকি? না তা আমি হ'তে দিতে পারি!

মণিভদ্র। সে পরে যা হয় হবে। এখন তুমি হেসে দুটো কথা কইবে না? আজ পূর্ণিমামিলন-রাত, আর আজই তুমি মন ভার ক'রে রইলে?

নিপুণিকা। আমার প্রাণে সুখ থাক্ আর নাই থাক্, তুমি যদি আদেশ কর—আমায় হাস্‌তে হবে বৈকি! চেঁচিয়ে হাস্‌বো—না মুখ বুঁজে হাস্‌বো?

মণিভদ্র। আমি আদেশ ক'রবো তোমাকে! কেন নিপু, তুমি বার-বার এমন ক'রে আমার প্রাণে ঘা দিচ্ছ? আমি তোমায় আদেশ করবো? তুমি কি জান না, তোমার আদেশ পালন ক'রতে পারলে আমি ধন্য হই!

নিপুণিকা। জানি গো জানি,—সব জানি। আমার জান্‌তে কিছু বাকী নেই!

মণিভদ্র। তুমি কি জান না, কত আশা ক'রে আজকের পূর্ণিমার জন্য আমি দিন গুণছি? তুমি ব'লেছিলে, চতুরিকা এখানে এলে তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক্ ক'রে তবে আমাদের বিয়ে হবে। তুমি ব'লেছিলে, তোমার বাবার ইচ্ছা ছিল, দুই বোনের এক সঙ্গে বিয়ে হয়।

নিপুণিকা। তাই বুঝি তাড়াতাড়ি ওই বুড়োর সঙ্গে চতুরিকার সম্বন্ধ ক'রছ?

মণিভদ্র। অর্থপতির সঙ্গে চতুরিকার সম্বন্ধ আমি ক'রছি? তুমি জান, এ মিথ্যা কথা। রাগ হ'লে কি তোমার জ্ঞান থাকে না?

নিপুণিকা। না—থাকে না। আমায় জ্বালাতন করো না। আমায় একটু একা থাক্‌তে দাও।

মণিভদ্র। বুঝতে পেরেছি, আমিই তোমার চক্ষুশূল!

[নিপুণিকা উত্তর দিল না]

মণিভদ্র। যাকে ভালবাসি—সে যদি ভাল না বাসে, সে যদি মুখ তুলে না চায়, সে যদি হেসে কথা না কয়,—তাহ'লে জীবনে আর কি সুখ?

[নিপুণিকা সব কথা শুনিতেছে কিন্তু উত্তর দিতেছে না। সে রহস্য মনে করিয়া আরও রাগিতেছে]

মণিভদ্র। অথচ মানুষের কি ভুলই না হয়! আমি বরাবর মনে ক'রে এসেছি, আমি যারে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, সেও

আমায় তেমনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসে! কিন্তু—(অতি আগ্রহে আড়নয়নে নিপুণিকার মুখের দিকে চাহিল। মনে ধারণা, নিপুণিকা নিশ্চয় এ কথার প্রতিবাদ করিবে। নিপুণিকা একটু ঘুরিয়া বসিল)।

মণিভদ্র। যেখানে প্রেম নেই, সেখানে নারীকে ধরে রাখা—তাকে বন্দী ক'রে রাখার মতই নিষ্ঠুরতা!

[নিপুণিকা পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর]

মণিভদ্র। থাক্, এর জন্যে দুঃখ করে কোন লাভ নেই। এইই সংসারের নিয়ম। ভালবাসার বদলে যদি ভালবাসা পাওয়া যেতো, তাহ'লে পৃথিবীই তো স্বর্গ হ'য়ে উঠতো! তা তো আর হবার নয়; তোমার আমার যতই অসুবিধে হোক্, পৃথিবী পৃথিবীই থাক্‌বে।

[নিপুণিকা তথাপি পূর্ব্ববৎ—নট্ নড়ন-চড়ন, নট্ কিচ্ছু! কিন্তু মনোযোগ দিয়া সব কথাই শুনিতেছে।]

মণিভদ্র। বিপুল পৃথিবী প'ড়ে আছে, ভাবনা কি? যেখানে দু'চোখ যায়—সেখানে যাব। (অত্যন্ত গম্ভীরভাবে) না—সন্ন্যাসী-মহন্ত হব না! গেরুয়া কাপড়, জটা, দাড়ি আর ভস্ম—বিশ্রী ব্যাপার! সাদা কাপড়েই বেড়াব। সেই ভাল, লোকে কিছু জান্‌বে না, অথচ—

[নিপুণিকা প্রায় হাসিয়াছে; শুধু হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে ও খুব গম্ভীর হইয়া আছে।]

মণিভদ্র। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) তাহ'লে নিপুণিকা, আমায় বিদায় দাও!

তৃতীয় অঙ্ক

গান

বিদায় দাও গো প্রাণসখী !
চলে যাব দেশান্তরে ।
এ মুখে ফুটিবে হাসি,
আমি চলে গেলে পরে ।
আশা ছিল দেখে যাব
মুখে তোর্ মৃদু হাসি,
কানে কানে ব'লে যাব,
'আমি তোরে ভালবাসি' !
মনেতে রহিল আশা,
অস্ফুট ভালবাসা,
সুখী হও তারে পেয়ে,
প্রাণ কাঁদে যার তরে,
ব্যর্থ প্রণয় মোর, রাখিলাম হিয়া পরে ।
সযতনে ঢালি জল, যদি কভু ফল ধরে ॥

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

তরঙ্গিণী। বাঃ বাঃ ; বেশ—চমৎকার !

মণিভদ্র। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) উ উ উ—আপনি যে ?

নিপুণিকা। তাই তো, তুমি যে হঠাৎ এখানে—অসময়ে ?

তরঙ্গিণী। আপনারা দু'জনেই তো আমাকে দেখে একেবারে যেন

গাছ থেকে পড়লেন! কিন্তু কেন? আমার কি আস্‌তে নেই?—না আমি আস্‌তে পারিনে?

মণিভদ্র। বিলক্ষণ! আমাব তো মনে হচ্ছে আপনাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম!

তরঙ্গিণী। নইলে আপনাকে এবার বুঝি প্রস্থান করতে হতো?

মণিভদ্র। বিদায়-গান গেয়ে আমি রওনা হবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময়—

তরঙ্গিণী। সে তো আপনার ভঙ্গী দেখেই বুঝতে পেরেছি। তা' এখনো কি আপনাদের মান-অভিমানের পালা শেষ হয় নি?

মণিভদ্র। কই আর হলো? আপনার সখী তো কিছুতেই পালা শেষ করতে চান না!

তরঙ্গিণী। আপনি বুঝি এখনো পায়ে ধরার সুযোগ পান নি?

মণিভদ্র। শুনেছেন? বড়ই লজ্জা দিলেন দেখছি!

তরঙ্গিণী। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনজনেই—

মণিভদ্র। তাহ'লে আপনিই না হয় এর একটা ব্যবস্থা করুন।

তরঙ্গিণী। তাই করবো ব'লেই এলাম। পায়ে ধরার সুযোগ আমি আপনাকে পাইয়ে দেব। নিশ্চিন্ত হোন্।

নিপুণিকা। কি হ'চ্ছে এ সব—তোর ও দিদি?

তরঙ্গিণী। আরে বাপ্‌রে! মেয়ের কি মেজাজ! আমার কর্ত্তাকে ব'লে দেব, এবার যখন যুদ্ধ বাধবে, তখন রাজার সেনাদলে ভর্ত্তি ক'রে দেবেন। ভদ্রমশায়, আপনি

একটু গা'ঢাকা দিন তো। আমি এটাকে নিয়ে চল্লাম। আমার ওখানে আপনাদের সবার নিমন্ত্রণ। একটু পরে যাবেন, আর সেইখানেই পায়ে ধরার স্থযোগ পাবেন।

মণিভদ্র। হঠাৎ নিমন্ত্রণ! ব্যাপার কি?

তরঙ্গিণী। ব্যাপার যা, তা সেখানে গিয়েই বুঝবেন। আগে আমি মান ভাঙ্গাই, তারপর আপনাকে স্থযোগ দেব।

মণিভদ্র। আচ্ছা, দেশান্তরী যদি হতেই হয়—আপনার ওখানে নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর না হয়!

[মণিভদ্র প্রস্থান করিলেন।

তরঙ্গিণী। আঃ, কতক্ষণ অভিমান চ'লবে?—এইবারে মান ভাঙ্গ। তোমায় ছাড়া ও যে পৃথিবীর আর কিছু জানে না!

নিপুণিকা। আমি কি তা জানিনে ভাই! তবে—আমার যে রাগ কার উপর, তা আমি নিজেই কিছু বুঝিনে! বোধ হয় আমার নিজেরই উপর! মাঝে মাঝে আমার ভাল লাগে না, মনমরা হয়ে থাকি! তখন যে কাছে আসে, কথা কয়—তার উপরই রাগ হয়!

তরঙ্গিণী। এই রকম অবস্থা?

নিপুণিকা। তুমি ঠাট্টা করছ ভাই? আমার মাঝে মাঝে কাঁদতে ইচ্ছা করে!

তরঙ্গিণী। বিয়ে করে ফেল—হুঁ—বিয়ে করে ফেল। আর দেরী নয়। পূর্ব্বরাগ—অনুরাগ—অনেক দিন হ'য়ে গেছে। আমি জানি—লক্ষণ সব মিলিয়ে পাচ্ছি!

নিপুণিকা। কেন, তোমর নিজের এ অবস্থা হয়েছিল নাকি ?

তরঙ্গিণী। হয় নি ! সবার হয়—। তারপর বিয়ের জল গায়ে পলে তখন সব সেরে যায়। আয়—ওঠ্। আমি বাড়ী গিয়ে ভেবে চিন্তে দেখলাম, তোমাদের দুই বোনের বিয়ের ভার আমাকেই নিজের হাতে নিতে হচ্ছে ! তাই কর্ত্তাকে পাঠিয়ে দিলাম চিম্বিলাস শ্রেষ্ঠীকে আনতে, আর তোমাদের দু'জনকে নিয়ে যেতে এলাম স্বয়ং আমি। ওঠ্—চল্।

গান

মানিনি লো ! দেখবো তোমার
মানের কত জোর—
নাগরে বসাব বামে রজনী না হ'তে ভোর।
কাল মেঘে মুখশশী
ঘেরিবে না পুনঃ আর
আর না হেরিবি সই,
দু'নয়নে অন্ধকার—
শারদ পূর্ণিমা রাতি
জীবনে আনিবে ভাতি
মোর মত দিনরাতি—
(হবে) হাসিভরা মুখ তোর ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিদ্বিলাস শ্রেষ্ঠীর বাড়ী—কক্ষ

[বিলাস ও অমরনাথ—অদূরে ভৃত্য রামটহল]

অমর। চল ভাই, আর দেরি ক'রোনা। গিন্নীর একান্ত অনুরোধ, তোমায় তিনি আজ না খাইয়ে ছাড়বেন না! সুতরাং—

বিলাস। শুধু খাওয়ার নিমন্ত্রণ! যদি তিনি সেই সঙ্গে তাঁর শ্রীমুখের দুই একখানা গান শোনান, তবেই ভাই! তোমার নিমন্ত্রণ নিতে পারি।

অমর। তথাস্তু; সে ব্যবস্থা তো করতেই হবে। তাহ'লে আর দেরি ক'রো না ভাই! ত্বরা কর—

বিলাস। ওহে অমরনাথ, তোমার পণ্ডিতমশাই কি একটা হাতে করে এই দিকেই আসছেন। মেয়েটা কিছু বলেনি তো!

অমর। তাইতো, কিন্তু আমাদের যে রাজকার্য্যে বেরুবার কথা!

বিলাস। আচ্ছা, একটু বাড়ীর ভেতর গা-ঢাকা দিই! (রামটহলের প্রতি) ওরে! তুই বলিস্, আমি রাজবাড়ীতে গেছি। আর—কি বলে, শুনে রাখ্‌বি।

[বিলাস ও অমরনাথের প্রস্থান।

রামটহল। এসে পড়ল!—আপনারা বাড়ীর ভেতরে যান।

(অর্থপতির প্রবেশ)

অর্থপতি। ওহে—ওহে, শোন—শোন!

রামটহল। আজ্ঞে করেন কর্ত্তা!

অর্থপতি। এটা চিদ্বিলাস শ্রেষ্ঠীর বাড়ী নয় ?

রামটহল। আজ্ঞে।

অর্থপতি। তুমি বাড়ীর চাকর ?

রামটহল। আজ্ঞে ।

অর্থপতি। তোমার মনিব কোথায় ?

রামটহল। আজ্ঞে, রাজবাড়ীতে গেছেন।

অর্থপতি। কখন্ আস্‌বেন ?

রামটহল। আজ্ঞে—এই এলেন বলে ! আপনি একটু ব'সবেন কর্ত্তা, আজ্ঞে— !

অর্থপতি। তুমি তো পরম আজ্ঞাকারী ভৃত্য দেখ্‌ছি—'আজ্ঞে' ছাড়া তোমার মুখে কথা নেই ! থাক্, আমি বসবো না ; আমি—আমি আবার আসবো। শোন, তুমি একটা কাজ কর ; এই জিনিসটে তুমি তোমার মনিবকে দিয়ে বলবে যে, ওই সামনের বাড়ীর পণ্ডিতমশায় দিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করার দরকার—অনেক কথা আছে। ব'লো, আমি আবার আস্‌বো। [অর্থপতির প্রস্থান।

রামটহল। যে আজ্ঞে কর্ত্তা !

(বিলাস ও অমরনাথের পুনঃ প্রবেশ)

বিলাস। কি বল্লেরে—কি বল্‌লে ?

রামটহল। আজ্ঞে, বল্লে আবার আস্‌বে ! আপাততঃ এইটা দিয়ে গেল।

বিলাস। কেন ?

রামটহল। আজ্ঞে, তার কি জানি আমি ?

অমর। ওহে, ওটা খুলেই দেখনা ?—'ফলেন পরিচীয়তে' !

রামটহল। আজ্ঞে, সেই ভাল—খুলেই দেখুন !

বিলাস। তুই বেটা তো দিন দিন ভারি ভক্তবিটেল হ'য়ে পড়েছিস্ ! যা বেটা যা, বাইরে যা—দেখ্‌বি কেউ আসে কিনা।

রামটহল। যে আজ্ঞে—কর্ত্তা !

অমর। ব্যাপারখানা কি ?

বিলাস। আমি স্বর্গে—না মর্ত্ত্যে !

অমর। :চিঠি নিশ্চয়, তোমার প্রণয়িণীর লেখা ! অমন চাউনি, তারপর গান, চোখে চোখে দেখা ! যাক্—চিঠিখানা পড়-দেখি শুনি ! আরঐ গর্দ্দভটা নিজে চিঠি দিয়ে গেল !

বিলাস। 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো',—ওরকম লোকের ঐ রকমই দুর্দ্দশা হয় ! যাক্—সে সব কথা পরে ; আগে শোন, কি আমায় লিখ্‌ছে :—

"চোখে দেখা বন্ধু হে, আমি আজও তোমার নাম জানিনে। রূপ দেখেই মন মজেছে ! চিঠি পড়ে তুমি খুবই আশ্চর্য্য হবে। তোমায় চিঠি লেখার সঙ্কল্প এবং যে উপায়ে চিঠি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি—আমার পক্ষে নিশ্চয়ই অসম-সাহসিক কাজ ! কিন্তু আমি যে অবস্থায় পড়েছি, তাতে আমার আত্মসংযম আর নাই। এমন লোকের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়েছে, যাকে আমি আদৌ পছন্দ করিনা। দুদিনের মধ্যেই বিয়ে হওয়ার কথা। :সেইজন্যই এত মরিয়া হয়েছি। উপায়ান্তর না থাকায়

মুক্তির জন্য একেবারে নিরাশ না হয়ে তোমার উপর নির্ভর কচ্ছি। তবে শুধু যে বিপদে পড়েই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি, তা নয়—তোমায় সত্যি ভালবাসি! তবে একথা সত্যি যে, বিপদে পড়েছি বলেই লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে—এরকম চিঠি লিখ্ছি। যদি আমায় চাও, যত শীগ্‌গির পার আমায় উদ্ধার করে আমাকে অধিকার কর। তার আগে তোমার সঙ্কল্প জানতে চাই। যেমন করে পার, তোমার ভালবাসা ও ভরসা আমায় জানাবে। যারা ভালবাসে, আমার বিশ্বাস—সামান্য ইঙ্গিতে তারা পরস্পরের হৃদয় বুঝতে পারে।"

অমর। আশ্চর্য্য চিঠি! নাম নেই, ধাম নেই—কিছু নেই; অথচ পত্রবাহক—স্বয়ং। কি আশ্চর্য্য, এরকম বুদ্ধি আমি এর আগে আর তো কোন স্ত্রীলোকের দেখিনি!

বিলাস। আমার ভালবাসা দশগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু কি উপায়ে আমি চিঠি পাঠাব?

অমর। সেটা জান্তে পার্‌বে ঐ পত্রবাহক এলে। ঐ যে, সে আস্‌ছে। আমি পালাই—আমার কাছে লজ্জিত হতে পারে। খুব সাবধানে ওর সঙ্গে কথা কইবে।

[অমরনাথের প্রস্থান।

বিলাস। আসুন—আসুন, পণ্ডিতমশায়! আসুন—নমস্কার।

অর্থপতি। ছিঃ ছিঃ--তুমি কি ক'রেছ! ভদ্রগৃহস্থের কুমারী কন্যা—আমার ভাবী বধূকে তুমি পেটিকা করে চিঠি পাঠিয়েছ?

বিলাস। আপনি আমায় তিরস্কার করুন—আমি অন্যায় করেছি! কিন্তু আমি তো জান্‌তেম্ না, তাঁর সঙ্গে আপনার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে। আমি মনে করেছিলাম, উনি কুমারী—বিশেষ আজ পূর্ণিমা তিথি—!

অর্থপতি। সম্বন্ধ হয়েছে কি আজ? বহুদিন—বহুদিন—। তার বাপ ম'রবার আগে মেয়েকে আমার হাতে স'পে গেছেন। আমাদের সমান ঘর। সে আজ পাঁচ বছরের কথা। তখন ওর বয়স এগারো।

বিলাস। দেখুন, আমি বড়ই লজ্জিত হ'চ্ছি। আমিতো এসব জান্‌তেম না। তিনি না-জানি কি মনে করেছেন—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

অর্থপতি। তিনি ভদ্রকন্যা সতীসাধ্বী—তিনি তোমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন। আমাকে দিয়ে চিঠি ফেরৎ দিলেন—আর তোমাকে বল্‌তে ব'লেছেন যে—"তোমার চোখের ভাষা আমি বুঝেছি—কিন্তু আমি দময়ন্তী—সাবিত্রী—"

বিলাস। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমি মরমে মরে যাচ্ছি। আমি তাঁকে দেখ্‌বামাত্র ভালবেসেছি—এই আমার অপরাধ! সেই জন্য নির্ব্বোধের মত যা' করেছি, তা' আপনিতো ক্ষমা কর্‌বেন, সে আমি জানি;—তাঁকেও ক্ষমা কর্‌বার জন্য আপনাকে বল্‌তে হবে। এইটুকু আমার হ'য়ে আপনাকে কর্ত্তে হবে! আপনি আমার বন্ধুর শিক্ষক। দেখুন, আমি—আমি লম্পট নই!

অর্থপতি। তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমি তোমার হয়ে বল্‌বো। কিন্তু খবরদার—আর যেন কখনো!

বিলাস। আবার! (জিব কাটিল) আমি হাড়ে হাড়ে শিক্ষা পেলাম। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আমার এমন লজ্জা হচ্ছে! তা ছাড়া দেখুন, আমাদের বয়সটাই বা কি—? এখনও ঠিক প্রজ্ঞা তো হইনি! বৃহন্নারদীয় পুরাণে পড়েছিলাম—আপনার সঙ্গে একদিন—নারদীয় ভক্তি সম্বন্ধে আমি আলোচনা কর্‌বো—।

অর্থপতি। তা বেশতো, একদিন সুবিধামত আলোচনা করা যাবে। যাক্—

বিলাস। দেখুন, আপনি যদি এক কাজ করেন,—মানে আমি বড্ড অনুতপ্ত হয়েছি কিনা! আপনি যদি আমাকে একবার সঙ্গে করে ওঁর কাছে নিয়ে যান—তা হ'লে চাইকি তাঁর পায়ে ধরে আমি ক্ষমা চাইতে পারি। তাঁর পায়ে ধর্ত্তে আমার কিছুমাত্র লজ্জা নেই—আমি বড়ই অনুতপ্ত কিনা!

অর্থপতি। হুঁ—তা তোমার অনুশোচনা দেখে আমার সত্যি কষ্ট হ'চ্ছে। আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব—তবে একবার তাঁর মতামতটা—

বিলাস। তাঁর মত নিতে গেলে তিনি যে অনুমতি দেবেন, এমন তো আমার মনে হয় না। তিনি পরমা সাধ্বী, আমায় নরাধম লম্পট নিশ্চয়ই মনে করেছেন! আপনি কাল-

বিলম্ব না করে, এখনই আমায় নিয়ে চলুন—অনুতাপানলে হৃদয় পুড়ে গেল!

অর্থপতি। আচ্ছা—আচ্ছা, তুমি এস। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রবো, তারপর আমার হাতযশ—আর তোমার বরাত!

দ্বিলাস। আপনি একবার দেখাসাক্ষাৎটা করিয়ে দিন,—তারপর আমার বরাতে যা আছে—হবে!

[অর্থপতির অগ্রগমন পশ্চাতে বিলাস। সে পিছন ফিরিতেই অমরনাথের প্রবেশ ; দুজনের চোখে চোখে কথা এবং অর্থপতিকে অঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শন। অর্থপতি ও বিলাস চলিয়া যাওয়ার পর অমরনাথ চলিয়া যাইতেছেন]

রামটহল। (অমরনাথের প্রতি) আজ্ঞে কর্ত্তা, মশায়! শুনছেন?

অমরনাথ। তুই বেটা আমায় পিছনে ডাকলি? হ্যাঁ, ভাল কথা—শোন্, তোর্ শেঠজী পণ্ডিতের বাড়ী থেকে এসে যদি ভুলে যায়—তাকে মনে করিয়ে দিবি,—আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে।

রামটহল। আজ্ঞে, তা দেব—তা দেব ; সে কথা না—

অমর। কি?—বল্‌বি কিরে বেটা?

রামটহল। ওই পণ্ডিতজীর বাড়ী খাসা একটা মেয়ে আছে। তিনি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকেন আর শেঠজীকে দেখেন।

অমর। তাই নাকিরে?

রামটহল। আজ্ঞে হাঁ, তিনি শেঠজীকে খুব ভাল বাসেন ; আর শেঠজীও তেনাকে ভালবাসে!

অমর। তুই কি ক'রে জান্‌লি বেটা ?

রামটহল। সেই মেয়েটাই ওই চিঠি লিখে বুড়োকে দিয়ে পাঠিয়েছে। পণ্ডিত ঠাকুর যখন চিঠি নিয়ে আসে, তখন শেঠজীর দিকে চেয়ে তিনি একএক বার হাসছিল—আর এক-এক বার তেনার মুখ-চোখ সব লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ছিল !

অমর। তুই বেটা লুকিয়ে লুকিয়ে বুঝি এই সব দেখিস ?

রামটহল। আজ্ঞে হ্যা কর্ত্তামশায় ! আমার বড় আমোদ হ'য়েছে !

অমর। তোর শুধু শুধু আমোদ হয় কেন ?

রামটহল। আজ যে পূর্ণিমা রাত—কর্ত্তাজি !

অমর। সন্ধ্যেবেলা তুই কি খেয়েছিস্ রে ! তোর চোখদুটো যেন লাললাল !

রামটহল ! আজ্ঞে হ্যা, তা একটু খেয়েছি কর্ত্তা ! আজ পূর্ণিমার রাত কিনা—আজ সবাই খায় ! সকালে শেঠজী একটা টাকা দিয়েছে আমাকে।

অমর। এই নে—আর একটা টাকা নে। শেঠজীকে নেমন্তন্নের কথাটা মনে করে দিবি—।

রামটহল। যে আজ্ঞে কর্ত্তা ! আপনি গান ভালবাস কর্ত্তা ?

অমর। তুই গাইতে জানিস্ নাকি ?

রামটহল। আজ্ঞে হ্যা কর্ত্তাজি—একটু একটু জানি ! কিছু মনে যদি না করেন তো, গেয়ে শোনাতে পারি। আমার বড্ড গাইতে ইচ্ছা করছে !

অমর। গেয়ে ফেল ; তোমার-সঙ্গে ইয়ারকিটে আর বাকী থাকে কেন? বিশেষ, আজ যখন পূর্ণিমে—আজ আর দোষ নেই!

রামটহল। শেঠজীর অবস্থা কিরকম, সেইটে গানে বুঝিয়ে দিচ্ছি কর্ত্তা।

গান

প্রাণ বলে চেয়ে দেখ

চোখ বলে—'ছিঃ'!

আমি যদি আগে দেখি

ভাল হবে কি?

চায় বা না চায় তোমা সেই কুমারী,

কিম্বা সে হয় যদি পরের নারী ;

অথবা সে যদি তোমায় গাছে তুলে দিয়ে—

পলায়ে চলিয়ে যায় মই কেড়ে নিয়ে ;

তখন তোমার দশা বল হবে কি?

মন বলে শোন শোন—অত ভাবা মিছে,

বেশী যারা ভাবে তারা প'ড়ে থাকে পিছে।

বুদ্ধি তখন বলে মাথা নেড়ে নেড়ে—

তুমি নাহি নিলে আর কেউ নেবে কেড়ে॥

অমর। তোর গান শুনে ভারি খুসী হয়েছি। এইনে—আর একটা টাকা নে। শেঠজীকে মনে করিয়ে দিবি—ভুলিসনে যেন!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অর্থপতির ঘর

[চতুরিকা ঘরের ভিতর বেড়াইতেছিল। অর্থপতির সঙ্গে বিলাসকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল এবং কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল—]

চতুরিকা। কি আশ্চর্য্য! তুমি ওই লম্পটকে সঙ্গে করে আমার কাছে নিয়ে এলে কেন? সত্যি করে বল, তোমার মতলব কি? তুমি কি চাও, ওঁর রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে আমি আমার জীবন যৌবন ওঁর পায় সমর্পণ ক'রবো?

অর্থপতি। না—না, লক্ষ্মীটি! তুমি অতো রাগ করোনা; একবার মন স্থির করে সব কথাটা বুঝে দেখ। তুমি যে সব কথা আমায় দিতে বলে পাঠিয়েছিলে—ও হয়তো ভাবতে পারে, সে সব আমার বানানো কথা। আমি তোমার প্রেমের একমাত্র অধিকারী, তা আমি জানি; তবু আমি ইচ্ছা করি, কারো প্রতি অবিচার না হয়! ও নিজের কানে শুনে যাক্; তার উপর, ও বল্লে যে "আমি অনুতপ্ত। নিজে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবো"; সেইজন্যই আমি নিয়ে এসেছি। তোমার মনোভাব ও নিজে জেনে যাক্।

চতুরিকা—কি আশ্চর্য্য! তুমি কি এখনো আমার মনোভাব বুঝতে পারনি? তোমার কি এখনো সন্দেহ হয়, আমি কাকে ভালবাসি?

বিলাস। এই ভদ্রলোক আপনার হয়ে আমায় যা বলেছিলেন, আর যেভাবে আমার পত্র ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে গোড়ায় আমি একেবারেই অভিভূত হয়ে পড়ি! আমি স্বীকার কচ্ছি, আমার একটু সন্দেহ ছিল। তবে আমি শুধু এইটুকু জানাচ্ছি যে, আমার ভালবাসা এত প্রবল যে, তার পরিণাম কি—তা জানতে আমি একটুও কুণ্ঠিত নই! আপনি আপনার মনের কথা আমার সাম্‌নে বলুন।

অর্থপতি। বেশ! ভাল কথা—তুমি বল।

চতুরিকা। উনি তোমায় যা বলেছেন, সেই আমার প্রকৃত মনোভাব। চিঠি পেয়েই তোমার বোঝা উচিত ছিল। তবু, তোমার সন্দেহ দূর করবার জন্য আমি শেষবার বল্‌ছি। এখানে—আমার চোখের সাম্‌নে দুজন লোক আছে; তাদের দেখ্‌লে আমার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কিন্তু দুই বিভিন্নভাবে! একজনকে সাবিত্রীর মত আমি আমার জীবন-মরণের সঙ্গীরূপে বেছে নিয়েছি। তার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে! আর একজন যতই ভালবাসুক—তার পরিবর্ত্তে কেবল আমার রাগ ও ঘৃণাই উদ্রেক করে! একজনকে দেখ্‌লে আমার প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে, আর একজনকে দেখ্‌লে ভয়ে মন সঙ্কুচিত হয়—ঘৃণায় প্রাণ বিষিয়ে ওঠে! একজনের স্ত্রী হওয়া আমার জীবনের সাধ—আর একজনকে বিয়ে করার চেয়ে মরণও আমার প্রিয়! যাকে আমি ভালবাসি সে যেন অবিলম্বে আমায় বিয়ে করে এবং এই

মৃত্যুযন্ত্রণার হাতে থেকে আমায় মুক্তি দেয়! আর যাকে ভালবাসি না, সে যেন এই কথার পর আর কোন আশা না রাখে। আমি আর বল্‌তে পাচ্ছিনা—আমার মাথা ঘুর্‌ছে!

অর্থপতি। না—না, তোমার আর বল্‌তে হবে না প্রিয়তমে! আমি শীগ্‌গির তোমার মনস্কামনা পূর্ণ কর্‌বো।

বিলাস। ভাল, আপনি যা চান—আমিও অবিলম্বে তাই করবো।

চতুরিকা—তা'হলেই আমি সুখী হব।

অর্থপতি। আমি বলছি, তুমি শীঘ্রই সুখী হবে।

চতুরিকা—এরকম প্রকাশ্যভাবে প্রণয় জ্ঞাপন করার লজ্জা ভদ্রমহিলার পক্ষে মরণের চেয়েও বেশী! কিন্তু কি কর্‌বো—আমার অদৃষ্ট!

অর্থপতি। না—না, তুমি কিছু মনে করো না।

চতুরিকা। তবে আমার ভাবী স্বামীর কাছে একথা বল্‌ছি ব'লে আমার আদৌ লজ্জা নেই!

অর্থপতি। তা বটে—তা বটে, প্রিয়ে! তুমি একটী রত্ন।

চতুরিকা। যে আমায় ভালবাসে, এইবারে সে ভালবাসার প্রমাণ দেখাক্।

অর্থপতি। নিশ্চয়ই! এই আমি তোমার হাতে চুমো খাচ্ছি।

[বিলাস একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল]

চতুরিকা। দুঃখ-দীর্ঘশ্বাসের আজ অবসান। কারো কথায় আমার প্রিয় যেন বিচলিত না হয়।

[অর্থপতির পশ্চাৎ দিক্ দিয়া চতুরিকা বিলাসের করমর্দন করিল]

অর্থপতি। (বিলাসের প্রতি) নিজের কানে সব শুন্‌লে তো ?

বিলাস। যথেষ্ট—যথেষ্ট ; কুমারী ! তুমি আমায় কি কর্‌তে বল্‌ছ, আমি তা বুঝেছি। তোমার এই চক্ষুশূল আর একদিনও তোমার চোখের সাম্‌নে থাক্‌বে না।

চতুরিকা। তা'হলে আমি বড় সুখী হব। তার দর্শন একেবারেই অসহ্য ! আমি স্পষ্ট বল্‌ছি, আমি তাকে ঘৃণা করি !

অর্থপতি। আহা—হা—হা ! ছিঃ চতু, অতো রাগ করে ?

চতুরিকা। আমার কথা শুনে তোমার কষ্ট হচ্ছে নাকি ?

অর্থপতি। না—না, তা নয়—তা নয়। এতটা প্রকাশ্যভাবে ভদ্র-লোকের উপর কি রাগ করা উচিত ?

চতুরিকা। ভদ্রলোক—কিসের ভদ্রলোক ! একজন সরলা কুমারীর সর্ব্বনাশ যে কর্‌তে যায়, সে ভদ্রলোক ! কি বল্‌বো, আমার পুরো রাগ আমি প্রকাশ কর্ত্তে পার্চ্ছিনা !

বিলাস। ভাল ; তোমার যাতে আনন্দ হয়, আমি তাই করবো। যাকে তুমি ঘৃণা কর, মাত্র তিনটা দিন পরে—তার মুখ আর তোমায় দেখতে হবে না। আমি শুধু তিনটা দিন সময় চাই।

অর্থপতি। সেকি বিলাস ! তুমি কি দেশত্যাগী হবে ? রাজমন্ত্রী তুমি !

[চোখে হাসি মুখে দুঃখ—বিলাস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িলেন]

চতুরিকা। এইতো পুরুষ মানুষের কথা !

বিলাস। ভাল, আমি চল্লেম—

অর্থপতি। (জনান্তিকে বিলাসের প্রতি) তোমার জন্য আমি সত্যি দুঃখিত !

বিলাস। আবশ্যক নেই। অতঃপর আপনি আমার কাছ থেকে কোন অভিযোগ শুনতে পাবেন না। কুমারী চতুরিকা ভালই করেছেন। এরপর আমাদের কারও কোন ক্ষোভের কারণ থাকবে না। আমি চল্লেম।

অর্থপতি। ওহে বিলাস ! তোমার জন্য আমার কান্না আস্‌ছে। এস— আমি তোমায় আলিঙ্গন কর্‌ছি ; হাজার হোক্‌, আমি তো ওঁর অর্দ্ধাঙ্গ বটে ? দুধের সাধ ঘোলেই মিটাও। ছেলে-মানুষ কিনা, আহা ! আরে ছিঃ—আগে স্ত্রীলোকের মন বুঝে তারপর প্রেম কর্‌তে হয় !

[বিলাস অর্থপতির প্রতি রহস্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর এক কটাক্ষে চতুরিকার সহিত কটাক্ষ বিনিময় করিল। তারপর বিলাস চলিয়া গেল]

অর্থপতি। লোকটার জন্য আমার ভারি দুঃখ হ'চ্ছে—সত্যি বল্‌ছি।

চতুরিকা। কেন—কিসের দুঃখ ? আমার একটুও দুঃখ নেই।

অর্থপতি। যাক্‌ ওকথা ; কিন্তু আজ তোমার ভালবাসার পুরো প্রমাণ পেয়ে আমি যে কি পরিমাণে আনন্দিত হ'য়েছি, তা আর তোমায় কি বল্‌বো ! আমি ভেবেছিলাম, দুদিন পরে বিয়ে করবো ; এখন ভাব্‌ছি, না—আর দেরি কর্‌বো না। কালই আমাদের বিয়ে। আমি দেরি ক'রে তোমায় কষ্ট দিছি—নিজে কষ্ট পেয়েছি। তুমি একটু বস, আমি পুরুতকে খবর দিয়ে আসি।

[অর্থপতির প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

চতুরিকা। কি সর্ব্বনাশ! এ যে আবার নতুন বিপদ! দোহাই মা রক্ষাকালী, দোহাই নারায়ণ, দোহাই মধুসূদন! একটা কিছু বুদ্ধি—একটা কিছু বুদ্ধি! না,—এ নারায়ণ, রক্ষাকালী, মধুসূদনের কাজ নয়! হে মা দুষ্ট সরস্বতী, তুমি ভর কর মা—তুমি ভর কর!

গীত

ওমা দুষ্ট সরস্বতী! একবার এসে চাপ স্কন্ধে
অন্য দেবীর সাধ্য নাই মা, তাইতো তোমায় ডাকি ছন্দে।
ওমা, শাঠ্য অস্ত্র শঠের সাথে,
দুষ্ট বুদ্ধি যোগাও মাথে
ওগো, বিচিত্র-বিলাসময়ি!
প্রেম যেন মোর হয় মা জয়ী—
(আমি) প্রিয়ের তরে লজ্জাসরম
ছেড়েছি পরমানন্দে॥

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অমরনাথের বাড়ী—কক্ষ

রাত্রি তৃতীয় প্রহর

[তরঙ্গিণী ও নিপুণিকা প্রবেশ করিল]

তরঙ্গিণী। সত্যি বলছি ভাই, আমার ভাবনা চতুরিকার জন্য নয়— ওর চোখে যে আগুন আছে, তা দেখে পুরুষপতঙ্গ আপনিই আসবে। ও যদি বুড়োকেও বিয়ে করে, তাকে নিয়েই মানিয়ে চলতে পারবে। আমার ভাবনা তোর জন্য—

নিপুণিকা। কেন?—আমার জন্য কিসের ভাবনা?

তরঙ্গিণী। তুই একটু বেশীমাত্রায় অভিমানী। অতটা অভিমান কিন্তু ভাল নয়!

নিপুণিকা। তুমিও তো কম অভিমানী নও। যদি না জানতেম— তোমার কথা!

তরঙ্গিণী। আমি হিসেব ক'রে অভিমান করি। তুমি ভাই, একটু বেহিসেবী !

গান

পুরুষ তো সই, এক রকমের নয় !
কেউ বা নারীর চরণ ধরে, কেউবা করে হৃদয়জয় !
তোমার তিনি যেমন মানুষ,
তেমনি তোমার ছন্দলয় ।
তাই বলি সই ! হিসেব ক'রে
ক'রবি অভিমান—
কাঁদ্‌তে গিয়ে আড়নয়নে
হানতে হবে নয়ন-বাণ ।
জীবন-ভরা ক'রলে যতন,
তবেই সে হয় হৃদয়রতন ;
নৈলে নিত্য খুঁজবে নূতন
কিসে মনের মতন হয় ॥

নিপুণিকা। বিয়ে তো হ'য়েছে এক বছর—এর ভিতর এত কথা কেমন ক'রে শিখ্‌লি ?

তরঙ্গিণী। যে শেখে—তার একবছরও লাগে না। তিন মাস স্বামীর সঙ্গে ঘর কর, আশা করি তুমিও বুঝবে।

নিপুণিকা। ঐ তোমার বর আস্‌ছে ! একা যে ?

পূর্ণিমামিলন

(অমরনাথের প্রবেশ)

তরঙ্গিণী। কই, তোমার বন্ধুর তো এখনো দেখা নেই—রাত যে অনেক হলো!

অমর। সে যখন আসবে ব'লেছে—তখন আসবেই। কিন্তু তোমার ব্যাপার তো ওই—

তরঙ্গিণী। হ্যাঁ—

অমর। এর মধ্যে ভগবান প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আছে। বন্ধু আমার তাঁকে দেখেই মুগ্ধ। আহা, সেই বুড়োটিকে পণ্ডিত-মশায় ব'লে আমিই কত ঠাট্টা করলাম! (নিপুণিকার প্রতি) তিনি আপনার ভগ্নী?—কি আশ্চর্য্য!

নিপুণিকা। সহোদর বোন।

তরঙ্গিণী। ওকে কি এতদিন উজ্জয়িনীতে রেখেছিল? গোড়া থেকেই বুড়োর মতলব খারাপ। বুঝতে পাচ্ছ না?

অমর। খুব বুঝতে পাচ্ছি।

নিপুণিকা। আমি শুনলাম, সাত দিনের মধ্যে বিয়ে করবে।

অমর। আপনি কার কাছে শুনলেন?

তরঙ্গিণী। যার কাছেই শুনুন না কেন! মানুষটা নিয়ে তো তোমার দরকার নয়—খবরটা এই।

অমর। ও—তিনি? তাই নাকি!

তরঙ্গিণী। হ্যাঁ--তিনি তাই। তিনি আবার তাঁর খুব বন্ধু। নাতি-ঠাকুরদাসম্পর্ক!

অমর। তাঁকেও তো নিমন্ত্রণ করেছি; তিনি আস্‌বেন তো?

তরঙ্গিণী। আস্‌বেন ; তবে তাঁকে স্তব্ধ ক'রে রেখেছেন ইনি। এক বাড়ীতে থেকেও সেই থেকে কথা বন্ধ, চোখে চোখ প'ড়লে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া—সে দস্তুর মত শাসন! রাগ দেখিয়ে আমার সঙ্গে চ'লে এলেন—বেচারী নাকাল !

অমর। তোমার কাছ থেকেই বোধ করি শেখা। আহা, বেচারার অবস্থা যে কি হয়, তা বেচারা মাত্রই হাড়ে হাড়ে বোঝে !

নিপুণিকা। রাজায় রাজায় লড়াই—মাঝ থেকে উলুখড়কে নিয়ে টানা-টানি কেন ?

অমর। ওসব কথা যাক্। এখন বিলাস কি রকম লাজুক—জান তো ? কখনো কোথাও নিমন্ত্রণ নেয় না। তোমার গান শুন্‌তে পাবে এই লোভে আসছে · বঞ্চিত করোনা যেন !

তরঙ্গিণী। এই আগে থাক্‌তেই বুঝি ফরমাস আরম্ভ হলো ?

অমর। একি ফরমাসের কথা তরঙ্গ ? সেবেক্‌ বদ্‌নামটা জানিয়ে রাখ্‌লাম।

তরঙ্গিণী। আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। মন মেজাজ যদি ঠিক্ থাকে—

অমর। সে ভাল কথা।

নিপুণিকা। এই যে, ইনি আস্‌ছেন।

তরঙ্গিণী। শুধু ইনি নন—সঙ্গে তিনিও আছেন।

[বিলাস ও মণিভদ্রের প্রবেশ]

বিলাস। (মণিভদ্রেরপ্রতি) আপনিও এই বাড়ীতে ?

মণিভদ্র। (বিলাসের প্রতি) তাইতো দেখ্‌ছি ; আপনিও এই বাড়ীতে ?

বিলাস। (অমরকে দেখাইয়া) ইনি আমার বন্ধু।

মণিভদ্র। এঁর সঙ্গে যদিও আমার বিশেষ পরিচয় নেই,—তবে এঁর স্ত্রী শ্রীমতী তরঙ্গিণী দেবীর সঙ্গে—

অমর। আপনার খুব ঘনিষ্ঠতা

মণিভদ্র। (একটু অপ্রস্তুত হইয়া) না—

তরঙ্গিণী। ছিঃ, অপরিচিত ভদ্রলোককে বুঝি এমনি ক'রে অপ্রস্তুত ক'রে! আপনি কিছু মনে করবেন না মশায়, ওঁর কথাবার্তা ওই রকম। শ্রেষ্ঠীমশায়, বসুন।

অমর। আমি আগে সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিই। স্বীকার করা যাক্—আমরা সবাই সবাইকে চিনি। (মণিভদ্রের প্রতি) আমাকে আপনি চেনেন—আবার (বিলাসের প্রতি) উনি আমাকে চেনেন,—সুতরাং আপনি ওঁকে চেনেন।

মণিভদ্র। আপনাদের দুটিকে উজ্জয়িনীর বিলাসীসমাজে কে আর না জানে বলুন? আপনারা রাজপুত্রের প্রিয় সহচর।

অমর। তারপর, ইনি আমার স্ত্রী! (মণিভদ্র ও বিলাসের প্রতি) আপনিও জানেন—আপনিও জানেন। (নিপুণিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া)আর একে(মণিভদ্রের প্রতি) আপনি তো জানবেনই। (বিলাসের প্রতি) আর আপনিও যে অনুমান ক'রতে পারবেন না, একথা মনে ক'রলে আপনার বুদ্ধির প্রতি অবিচার করা হয়!

বিলাস। তবে কি ইনি—

অমর। হ্যাঁ, তিনি।

বিলাস। হ্যাঁ, মুখচোখের মিল আছে।

অমর। তাহ'লে শ্রীমুখ-পঙ্কজ বেশ ভাল করেই দর্শন হ'য়েছে ?

বিলাস। (মৃদু হাসিতে হাসিতে) হ্যাঁ—তা হ'য়েছে।

অমর। আশাপ্রদ ?

বিলাস। আমাদের কথাবার্তার ভাষা এখানে কি আর কেউ বুঝতে পাচ্ছেন ?

অমর। কেউ না,—শুধু তুমি আর আমি। আশাপ্রদ কি না—তুমি বল না ?

বিলাস। শুধু আশাপ্রদ নয়—সে চোখে যে কি দেখেছি, তা আমি তোমায় ব'লতে পারবো না! একবার কথা ক'য়ে আমি বুঝেছি—আমি তার, সে আমার! ভগবান আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর কি বুদ্ধি, কথা কইবার কি ভাষা—কি ভঙ্গিমা! ওখানেই দেরি হ'য়ে গেল। জেনে রাখ—প্রাণটা সেখানে রেখে এসেছি।

অমর। তাহ'লে কার্য্যসিদ্ধি বল ?

বিলাস। একদিক দিয়ে ভাবতে গেলে কার্য্যসিদ্ধি বটে! তবে—

অমর। সীতা-উদ্ধার বাকী তো ? তা তোমার ভাগ্যে যে রকম সীতা জুটেছেন, তা দেবী নিজেই রাবণকে দিয়ে হনুমানের কাজ করিয়ে নিতে পারবেন বিলাস! তা দেবীর যে রকম বুদ্ধি—তিনি ইচ্ছা করলেই পারেন। স্ত্রীলোকের কম বুদ্ধি আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ আমি দেখিনি। ওঁর চতুরিকা নাম সার্থক বটে!

অমর। তরঙ্গ! সব শুনলে তো? নিপুণিকা-দেবী! আপনিও শুনলেন। এখন নিশ্চিন্ত হলেন তো?

নিপুণিকা। শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছি! মুখ দিয়ে সাত চড়ে কথা বেরোয় না—ওর পেটে পেটে এত বুদ্ধি!

বিলাস। তবু আমি তো ঘটনা কিছু বলিনি; যে কাণ্ড করলেন—আপনারা যদি শোনেন!

তরঙ্গিণী। আপনি বলুন না—আমাদের শোন্‌বার জন্য সত্যিই বড় কৌতূহল হয়েছে।

বিলাস। না, আজ বলবো না—আজ বলা অন্যায় হবে। এখনো তিনি কুমারী। যদি কার্য্যোদ্ধার করতে পারি—যদি ভগবান দিন দেন, তখন তাঁর সামনেই আপনাদের শোনাবো।

মণিভদ্র। আপনি সুবিবেচক—আর বুঝলাম তাঁকে সত্যি ভালবাসেন!

অমর। দেখুন ভদ্রমহাশয়! আপনি নিপুণিকার ভাবী স্বামী; সেইজন্য আপনাকে আমরা এই ষড়যন্ত্রের কথা বল্‌ছি। আপনি আপনার ঠাকুরদামশায়কে একটু সাবধান ক'রে দিতে পারেন; কিন্তু তার বেশী কিছু ব'লবেন না। আমাদের এখানে আজ এক মহা ব্যাপার হবে!

তৃতীয় অঙ্ক

গান

কিশোরী আজ হবেন রাজা
　　　　আমাদের এই বৃন্দাবনে,
কেলি-কদম্বের তলে—বসাব রাজসিংহাসনে !
　　　　গোপনে আনিয়া শ্যামে
　　　　বসাব রা'য়ের বামে
বৃন্দা-মন্ত্রী আজ্ঞা দিল
　　　　বাঁধিতে বিদ্রোহীগণে ;
সেনাপতির ইচ্ছা শুনি'
　　　　জয়ী হবেন বিনা রণে—
ধরাশায়ী হবে শত্রু
　　　　কটাক্ষ-শর-ক্ষেপণে ।

তরঙ্গিণী । (মণিভদ্রের প্রতি) আপনি বোধহয় বুঝতেই পাচ্ছেন, অর্থপতি আপনার সামনে আমাদের যে অপমান ক'রেছেন, আমরা তার শোধ নেব'। তাঁর সঙ্গে চতুরিকার বিয়ে হবে না। আমরা তাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আমাদের অর্থাৎ নারীজাতির পরম ভক্ত এই চিত্রবিলাস শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের হাতে তুলে দেব—দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করবো। আপনি কোন্ পক্ষ নেবেন, তাই বলুন ?

নিপুণিকা। কিম্বা নিরপেক্ষ থাকতে চান কি না—তাও বলুন; আপনার যা অভিরুচি!

মণিভদ্র। ছিঃ নিপুণ, আমি দু'দণ্ড ওর সঙ্গে কথা ক'য়েছি ব'লে তোমার এত রাগ হলো যে, সে রাগ এখনো প'ল না? তুমি কি জান না, তোমার সামান্য মনস্তুষ্টির জন্য পৃথিবীতে আমার অসাধ্য বা অকার্য্য কিছু নেই?

অমর। ব্যস্—ব্যস্! আর ব'লতে হবে না—আর ব'লতে হবে না। আমরা বুঝে নিয়েছি—উনি আমাদের দলে। তরঙ্গ, নাম লিখে নাও।

মণিভদ্র। না, আমার সব কথা এখনো বলা হয়নি। আমি বলি—।

অমর। সে বাড়ী গিয়ে ব'লবেন—নির্জ্জনে। দশজন ভদ্রলোকের সামনে এর বেশী আর ব'লতে নেই। আমি বলছি, কুমারী নিপুণিকা-দেবীর (সকলের হাস্য) সমস্ত রাগ জল হ'য়ে গেছে। ওই দেখুন, উনি কি রকম হাস্ছেন।

তরঙ্গিণী। তাহ'লে এইবার বাড়ীর ভিতর চলুন। আপনাদের আহার্য্য প্রস্তুত।

অমর। ছিঃ তরঙ্গ! কথা দিয়ে কথা না রাখ্লে কি ভদ্রতা হয়? তোমার গান—

তরঙ্গিণী। আচ্ছা; এখন আমার জবানী গাইছি; কিন্তু গানখানি যিনি গাইবেন, তিনি এখানে উপস্থিত নেই।

গান

তোমরা তাহারে সই। কেন বল পর ?
আমি লো চাতকী সই—সে যে নব জলধর ;
হরণ করিল মোর মন মনোহর।
স্মৃতি কি ভুলিতে পারে, লেখা আছে আঁখিধারে,
আমি যে দিয়েছি তারে আপন অন্তর।
চোখে চোখে যেই হলো দরশন-বিনিময়,
অমনি পড়িল মনে, আমি ছাড়া সে তো নয় !
যুগে যুগে দেখাশোনা, ধরণীতে আনাগোনা,
আবার মিলিনু দোঁহে দীরঘ বিরহ পর ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্থপতির গৃহ—কক্ষ

[সজ্জিত অবস্থায় চতুরিকা।]

গান

মোরে দেখিছ যেমন,
আমি নহিতো তেমন ;
কেমনে বুঝাব নাথ,
আমি যে কেমন।

এই ছদ্মরূপ সখা—
আমি নয়, আমি নয়,
আচরণ অন্তরে
আছে মোর পরিচয় ;
ব্যথা যে যায় না তবু—
যদি কভু দিন পাই,
তখন বুঝাব নাথ!
এ হাসি তো হাসি নয়—
হৃদয়ের অশ্রুপাত !
কে জানিত অভাগীর—
কপালে লেখা এমন ॥

(পুরোহিত ও অর্থপতির প্রবেশ)

অর্থপতি। এস ঠাকুর! এস—ব'স। আমি সব ঠিক্ করছি।

পুরোহিত। ব'সতে আমি পারবো না বাপু! আজ আমার কাজের কি শেষ আছে? সেই সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ করে তিনকুড়ি পাত্তর পার ক'রে দিছি। এখনো একপ্রহর রাত আছে এর মধ্যে অন্ততঃপক্ষে আরও গোটাকুড়ি সারতে হবে। এমন শুভদিন এ বছর নেই। তুমি মেয়ে বার কর কর্তা! মেয়ে বার কর!

অর্থপতি। আমি ভাবছি ঠাকুরমশায়—

পুরোহিত। এখনো ভাবছ! আজকের রাতে ভাবাচিন্তের কাঁ

ত্যাগ ক'রে তবে আমাকে ডাক্‌তে হয়। ভাবতে কতক্ষণ লাগবে? ভাবাটা একটু চট্ ক'রে সেরে ফেল না বাপু! না হয়, কি ভাবতে হবে বল না? তোমার হ'য়ে আমিই না হয় একটু ভাবি। বলি, তোমার মেয়ে ঠিক্ আছে তো?

অর্থপতি। তা আছে।

পুরোহিত। তবে আর ভাবনাটা কি? আর যা যা দরকার, আমার এই পুঁটুলিতে আছে। মেয়ে ডেকে এনে তুমি ব'স।

অর্থপতি। ভাবনাটা হ'চ্ছে এই যে, কন্যে দান ক'রবে কে?

পুরোহিত। এসব কাজে কন্যেকর্ত্তা দরকার হয়না, তাও জান না বুঝি? আজ তিন বছর মহারাজ হুকুম দিয়েছেন, মেয়ে ভালবাসলে অম্‌নি তখনই বিয়ে—বরকর্ত্তা কনেকর্ত্তা কিছু দরকার নেই। দু'গাছা ফুলের মালা, বর, ক'নে, পুরুত আর একজন সাক্ষী।

"কন্যা হৈল কন্যাকর্ত্তা, বরকর্ত্তা বর।
বিবাহের মন্ত্র পড়িবে ফুলশর।"

ব্যাপার এই! দেখ্‌তে পাচ্ছ না, আজ এই পূর্ণিমামিলনে কত ছোঁড়াছুঁড়ির যে বিয়ে হলো—তার আর কি সংখ্যে আছে?

অর্থপতি। তাহ'লে কনেকর্ত্তার দরকার নেই?

পুরোহিত। ভালবাসার যদি বিয়ে হয়—শুধু একজন সাক্ষী; তা বাড়ীর একজন চাকরবাকরকে ডাক্ দাও না?

অর্থপতি। আমি সবে তিনদিন এখানে এসেছি, চাকরবাকর তো মশায় এখনো খুঁজে পাইনি! তুমি যদি কাউকে একবার—

পুরোহিত। তুমি বাপু এত হাঙ্গামায় ফেল্‌তে পার মানুষকে! আমি এখন কোথায় কারে পাই বল দেখি? একে আমার তাড়াতাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা—তুমি মেয়ে বার কর। সাম্‌নে চিদ্বিলাস শ্রেষ্ঠীর বাড়ী, আমি ওঁর বাড়ী থেকে কাউকে ডেকে আনি।

অর্থপতি। না-না-না—ঠাকুরমশায়! ও শ্রেষ্ঠীর বাড়ীর কাউকে ডেক না; ওদের সঙ্গে আমার ঠিক—

পুরোহিত। এরই মধ্যে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ ক'রে ব'সে আছ? ওরা যে আমার যজমান। আর ছেলেটিও তো বেশ ভাল!

অর্থপতি। না, ছেলে ভাল—চমৎকার ছেলে! সে আমার সঙ্গে অন্য ব্যাপার। আমি নতুন মানুষ এখানে—কারও সাতে পাচে থাকিনা ঠাকুর!

পুরোহিত। তা আজ পূর্ণিমার রাত আছে—এখনো রাস্তায় লোক-চলাচল বন্ধ হয়নি; দুটো টাকা খরচ করলে লোকের অভাব কি? তা—হ্যা বাবা, তোমার এ ক'নেটির প্রথম পক্ষের ছেলেপিলে কি বাবা? বিধবার বিয়েতে আগে মেয়েটীকে শোধন ক'রে নিতে হয়, তারপর বিয়ে।

অর্থপতি। বিধবা নয় ঠাকুর, বিধবা নয়! আন্‌কোরা কুমারী!

পুরোহিত। ছোট কুমারী মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে কি ক'রে হবে বাবাজীবন? তুমি তো কর্ত্তা, আমার চেয়ে বেশী ছোট নও!

অর্থপতি। না—না, বল কি ঠাকুর! তোমার তো গঙ্গামুখো পা—ঘাট পেরিয়ে গেছে যে!

পুরোহিত। তা আমার যাই হোক্ বাবাজী! তুমিও আমার কাছাকাছিই আছ।

অর্থপতি। আরে না ঠাকুর, না—আমার ধাত একটু ভারী, তাই ভারিক্কে দেখায়; নইলে আমার বয়েস বেয়াল্লিশ।

পুরোহিত। এখনো চোখে দেখ্তে পাই বাবা—একেবারে কাণা হইনি। অবিশ্যি, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আমিও পঁয়তাল্লিশ বলি!

অর্থপতি। আরে চুপ্ কর, চুপ্ কর ঠাকুর! আচ্ছা, আমি একটু বাড়ীর ভিতর থেকে আসি—উনি আমাকে বোধ করি একবার ডাক্ছেন।

পুরোহিত। হ্যাঁ, ওই যে রিণিঝিণি কিণিকিণি কঙ্কণ বাজছে। তা একবার ওনার কথাটা শুনেই এস। তা আমার কাছে ওর এত লজ্জা কি? আমার সাম্নে বেরিয়ে কথা কইলেই তো হয়—আমার সাম্নে বেরুতে হবেই, মন্ত্র তো আমিই পড়াবো।

[একটু ঘুরে পর্দার আড়ালে গিয়া অর্থপতি ও চতুরিকার কথা। বৃদ্ধ পুরোহিত উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার চেষ্টা করিতেছে এবং মেয়েটিকে দেখিবার প্রয়াস পাইতেছে।]

পুরোহিত। আহা, দুধে আল্তা রং! পাষণ্ড ছুঁড়িটাকে তো বেড়ে বাগিয়েছে! না; পরের বিয়ে দিয়েই জীবন গেল—নইলে;

এর যদি এই বয়সে এ রকম জোটে তো আমিই বা কি দোষ ক'রেছি!

অর্থপতি। কি—গণ্ডগোলটা কি?

চতুরিকা। সে এক গল্প ব্যাপার!

অর্থপতি। তাহ'লে বিয়ে কি আজ বন্ধ রাখ্‌বো? না হয়, কাল রাতে—

চতুরিকা। না না, সে হয় না—ও 'শুভস্য শীঘ্রং'; বিশেষ, তুমি যখন নিজে ওঁকে ডাকিয়েছ।

অর্থপতি। ব্যাপারটা যে কি, তাইতো তুমি এখনো ব'ল্‌লে না।

চতুরিকা। সে তোমায় এককথায় বলি কি ক'রে? লোকটা আবার কাণ পেতে আছে।

পুরোহিত। কি বাবা, বিয়ের কনের সঙ্গে বিয়ের সময় এত কি ফুস্থর-ফাস্থর! নিশ্চয় ভিতরে কোন গণ্ডগোল আছে। ব্যাটা পাষণ্ড কি কোন গেরস্তের বউকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে বার ক'রলে নাকি। না, এ সহজে ছাড়া নয়—কিছু আদায় ক'রতে হবে।

অর্থপতি। তাহ'লে ওকে কি ব'ল্‌বো?

চতুরিকা। ও এখানে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না। ওকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে বল। ভাল জ্বালাতন বটে! কোথায় এখনি তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে যাবে—তা না, থাম্‌কা থাম্‌কা বিপদ্! পুরুত ঠাকুরকে ব'লে দাও, একদণ্ড পরে যেন ফিরে আসে; তা যদি সম্ভব না হয়, অগত্যা

কাল। বিয়ের দিন পিছিয়ে দেওয়া আমার আদৌ পছন্দ নয়—কিন্তু কি করি বল, উপায় তো নেই!

অর্থপতি। তাহ'লে তাই ব'লে দিই পুরুতকে। অনেকক্ষণ কথা কইছি—ব্যাটা আবার সন্দেহ না করে!

চতুরিকা। সন্দেহ আবার কি ক'রবে? যুবকযুবতী—বিশেষ যখন স্বামীস্ত্রী-সম্বন্ধ! একসঙ্গে কথা কইলে বেশীক্ষণ ধ'রেই কথা কয়; এ কথা ও বৃদ্ধের বোঝা উচিত।

অর্থপতি। আচ্ছা চতু, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো? ঠিক উত্তরটা দেবে ভাই?

চতুরিকা। তোমায় ঠিক উত্তর দেব' না তো কাকে দেব ভাই? তুমি ভাই, আমায় আজও চিনতে পারলে না! ব'ল কি ব'লবে? (ভঙ্গিসহকারে হাসি)।

অর্থপতি। তুমি যে আমায় যুবক ব'ললে, সত্যি কি তুমি তাই মনে কর? অনেকে তো আমায় ঠিক যুবক বলে না।

চতুরিকা। যারা তোমায় বুড়ো বলে, তাদের চোখে মুখে আগুন লাগুক্! তারা যেন একবার আমার চোখ নিয়ে তোমায় দেখে।

অর্থপতি। ওই পুরুতঠাকুর তখন আমায় ওর সমবয়সী বলছিল!

চতুরিকা। তা শুনেছি। খ্যাংরা মারি অমন একচোখো পুরুতের মুখে! এই রে—ও বুঝি আবার ব্রাহ্মণ! দোহাই ভূদেব ব্রাহ্মণ! অপরাধ নিয়োনা ঠাকুর, নেহাৎ রাগের মাথায় ব'লে

ফেলেছি—কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি দেবতা! ব্রাহ্মণের শাপে যেন বিয়ে বন্ধ না হয়—আমি কাণমলা খাচ্ছি।

পুরোহিত। নাঃ—পাষণ্ডটা জ্বালালে দেখ্‌ছি। ওহে কর্ত্তা, শুন্‌ছো—প্রেমালাপটা না হয় বিয়ের পরই ক'রো!

অর্থপতি। যাচ্ছি গো ঠাকুর, যাচ্ছি! (ফিরিয়া আসিলেন)।

পুরোহিত। আজকের রাত ব'লে কথা বাবা—তা তুমি যদি একা পুষিয়ে দিতে পার, আর পাঁচ জায়গায় যাব না। কি হলো বাপু?

অর্থপতি। এই একটু ইয়ে হ'য়েছে।

পুরোহিত। হ'য়েছে তো 'ইয়ে'? আমিও ঠিক ওই কথাটাই মনে কচ্ছিলাম যে, নিশ্চয় 'ইয়ে' হ'য়েছে—নইলে এত ফুস্থর-ফাস্থর কেন? 'ইয়ে' হ'চ্ছে তো এই যে, এখনো উড়োপাখীর মন উড়ুউড়্‌ কচ্ছে—এখনো শিকল অভ্যেস হয়নি—নতুন পিঁজরেয় যেতে মন সরছে না,—চাই-কি, আর একবার শিকল কাটতেও পারে?

অর্থপতি। না—না, ঠাকুর! তা নয়। তুমি আমায় কি মনে কর ঠাকুর?

পুরোহিত। যা মনে করি, সেটা আর মুখফুটে বল্লাম না। আমার টাকা?

অর্থপতি। তুমি আমার কথাটাই যে শুনলে না।

পুরোহিত। কথা পরে শুন্‌বো—টাকাটা আগে বার কর বাবা!

অর্থপতি। বিয়ে আজই হবে—তবে একটু পরে। তুমি একবার ঘুরেই এস না। আর একদণ্ড পরে বিয়ে। সাক্ষী

একটা তুমিই এনো—খরচ যা লাগে আমি দিয়ে দেব। বুঝেছ ঠাকুর মশাই!

পুরোহিত। বুঝেছি অনেকক্ষণ! টাকা বার কর।

অর্থপতি। আহা, টাকাটা এসেই নেবে।

পুরোহিত। এতক্ষণ পাঁচটা বিয়ে দিতাম—কম ক'রে তিরিশ টাকা হিসেবে দেড়শোখানি মুদ্রা আগে বার কর তো বাবা! তারপর অন্য কথা।

চতুরিকা। (স্বগত) বাঃ বাঃ বাঃ! পুরুতঠাকুর তো বড় রসিক লোক! এইবার ঠিক্ কাঠে কাঠে বেধেছে। একবার নারদ ঋষির নাম ক'র্‌বো নাকি? যাই হোক, এমনি ক'রে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলেও মন্দ নয়; বেশ হ'য়েছে!

পুরোহিত। টাকাটা বার কর সোণারচাঁদ!

অর্থপতি। (রাগের মাথায়) আমায় কি চ্যাংড়া ছোঁড়া পেলে নাকি ঠাকুর? (ঢোক্ গিলিয়া) দেখ ঠাকুরমশাই, আমি পিতৃমাতৃহীন অপরিণামদর্শী যুবক—এই যুবতীকে নিতান্ত ভালবাসি ব'লে তাই এ বিয়ে। এর কেউ নেই—এর মরা বাপ-মা স্বর্গে কন্যাদায়গ্রস্ত হ'য়ে আছেন; আমি দয়া ক'রে একটা পয়সা না নিয়ে মশাই মরা শ্বশুরশাশুড়ীর দায় উদ্ধার করছি। তুমি যদি ভাই এখন চাপ দাও, তাহ'লে আমাকেও বউ নিয়ে শ্বশুরশাশুড়ীর কাছে যেতে হয়!

পুরোহিত। তাই যাও না—বিয়েটা সেইখানেই হবে। বিনি পয়সায় পুরুত সে দেশে পাওয়া যেতে পারে। পরমানন্দে ঘরজামাই থাক্‌বে!

অর্থপতি। ঠাকুরমশাই, তোমার কথাগুলি বড়ই কর্কশ! আমার ভাবী-স্ত্রী সব শুন্‌তে পাচ্ছেন যে—!

পুরোহিত। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না—ভবী ভুল্‌ছে না! পঞ্চাশ ছিল, এই একশ' হলো। এইভাবে যদি সমস্ত রাত বসিয়ে রাখ—সকালে রাজবাড়ীতে তোমার নামে ছ'শ' টাকার দাবী দিয়ে নালিশ করবো।

অর্থপতি। তাইতো, এতো এক বিষম আপদ্ এসে ঘাড়ে চাপ্‌লো! আমি তো বল্লাম, কাল বিয়ে—আজ সব যোগাড় নেই। তুমিই তো ঠাকুর ব'ল্‌লে, আজ—

পুরোহিত। আজকের মত দিনটি পাচ্ছ কোথা মুখ্যু?

অর্থপতি। আবার ধমক্ দেয় যে! নাঃ—বড়ই ফ্যাসাদে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি। আচ্ছা, রসো—দেখ্‌ছি।

পুরোহিত। হুঁ। শীগ্‌গির দেখ।

[অর্থপতি পুনরায় চতুরিকার কাছে গেল]

চতুরিকা। কই—এখনো ওকে তাড়ালে না? এদিকে যে—

অর্থপতি। এদিকে আবার কি হলো?

চতুরিকা। সেইটাই তো ব'ল্‌তে পাচ্ছি না—যতক্ষণ ও লোকটা না যায়। সে এক মহা কেলেঙ্কারী ব্যাপার! তুমি শীগ্‌গির ওকে বিদেয় কর।

অর্থপতি। শুন্‌তে পাচ্ছ তো সব ?—টাকা চায়।

চতুরিকা। তা টাকা দাও। এদিকে মানসম্ভ্রমের কথা—টাকা দাও। টাকা তো আর নষ্ট হচ্ছে না। বিয়ে আজ ক'রতেই হবে ; না হয়, ভোর বেলা – অমন অনেক হয়।

[পুরোহিত একা একা বসিয়া কাশিয়া জানাইল তাহার দেরি হইতেছে]

অর্থপতি। ব্যাটা কি ধড়িবাজ ! আবার গলা খাঁকার দিয়ে জানান হ'চ্ছে, আমার দেরি হ'য়ে গেল ! আচ্ছা, আজ একটু বিদেশ-বিভুঁয়ে বিঘোরে পড়েছি। তোমায় এখানে একা রেখে ওঘরে টাকা আন্‌তে যাওয়া ঠিক্ নয়। লোকটা ভাল লোক নয়। ওর চাউনি দেখেছ ?

চতুরিকা। তবে কি করে টাকা দেবে ? আমার কাছে তো টাকা নেই।

চতুরিকা। সে আমি জানি। তুমি এক কাজ কর—এই চাবিটে নিয়ে ওই সিঁড়ির ঘরের পাশে যে খুব্‌রী ঘরটা আছে, তারই ভিতর এক কোণে বড় পিতলের হাঁড়াটায় তোড়ায় করা পাচশ' টাকার দশটা তোড়া আছে। তারই একটা থেকে গোটাকুড়িক টাকা—তার কম বেটা রাজি হবে না— কুড়িটে টাকাই নিয়ে এসো।

পুরোহিত। কই গো, কি হলো ?

অর্থপতি। হ'চ্ছে হ'চ্ছে। এ সব টাকাকড়ির ব্যাপার মশায় ! কেউ তো তোমার চাকর নয় যে, হুট্ বল্‌তে এনে দেবে ! তুমি যাও চতু ! (চতুরিকা বাড়ীর ভিতর গেল) ।

পুরোহিত। আরো তিরিশ টাকা বেশী আনবে। একশ' টাকার কথাটা জানিয়ে দিলাম।

[অর্থপতি বেশ গজেন্দ্রগমনে পুনরায় পুরোহিতের কাছে আসিল]

পুরোহিত। কি হলো? গজেন্দ্রগমনে আসছ যে? দেখে তো মনে হয় না, পৃথিবীতে তোমার কোন কাজের তাড়া আছে।

অর্থপতি। প্রকৃত যে এ রকম চামার হয়, তা এই উজ্জয়িনীতে এসেই শিখলাম!

পুরোহিত। নিজেকে যতটা শেয়ানা মনে ক'চ্ছ, ততটা শেয়ানা তুমি আজও হওনি বাপু! তোমার এখন অনেক শিক্ষাই বাকী আছে। আশা করি, এই উজ্জয়িনীতেই সেগুলি একটি একটি করে শিখতে হবে। (দূরে চতুরিকা আসিতেছিল—তাহার দিকে চাহিয়া) এস—এস, মা লক্ষ্মী এস! কি মা, টাকার তোড়া? হ্যাঁ, আমারই জন্য।

[অর্থপতি 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই চতুরিকা আনিয়া টাকার তোড়া পুরোহিতের হাতে দিল]

পুরোহিত। বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে। সতী সাবিত্রীর মত স্বামীর ঘরে পাকা চুলে সিঁদূর পর। জয় হোক্। তাহ'লে চল্লাম। বলি, আজ বিয়ে হবে—না হবে না? (যাইবার জন্য উঠিল)।

অর্থপতি। (পুরোহিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া) যাও কোথায় ঠাকুর? বাঃ

রে! ও তোড়ায় ঢের টাকা—তোমার অত পাওনা নয়। তোমার পাওনাই তো আগাগোড়া ভুয়ো। দাও তোড়াটা —আমি বার ক'রে দিচ্ছি।

পুরোহিত। মা লক্ষ্মী হাতে ক'রে দিলেন—ওতে কি আর না ব'লতে আছে? ওঁর অপমান হবে যে!

অর্থপতি। দুত্তোর অপমান! ওতে যে পাঁচশ' টাকা রয়েছে—তুমি জন্মে কখনো চোখে দেখনি ঠাকুর!

পুরোহিত। তা মিথ্যে বলনি বাবা। এক সঙ্গে পাঁচশ'! আর তো সেকাল নেই—লোকের ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি ক'মে গেছে এই বিয়েতেই যা দু'পয়সা। বাপ-মা'র শ্রাদ্ধ তো আর করতেই চায়না। বলে কি জান?—'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ'? আরে, 'ভস্মীভূতস্য' তো বুঝেছি, কিন্তু তারপরে যে ভূতস্য—তার খবর কি? আচ্ছা, আমি চল্লাম—

অর্থপতি। চ'লে যাচ্ছ যে, চ'লে যাচ্ছ যে!

পুরোহিত। (যাইতে যাইতে) যদি মন্ত্র পড়াবার জন্য কখনো দরকার পড়ে, কালিদাস পণ্ডিতের ওখানে খবর ক'রো।—আমি কবি কালিদাস পণ্ডিতের মামাতো ভাইয়ের মাস্‌তুতো সম্বন্ধী। আমার নাম, শ্রীমকরধ্বজ বাচস্পতি সিদ্ধান্তবারিধি।

অর্থপতি। দেখাচ্ছি, তোমার মাস্‌তুতো সম্বন্ধী মকরধ্বজ! ব্যাটা জোচ্চোরের ধাড়ী! আমার টাকা খেয়ে হজম ক'রবে তুমি? দেখি, রাজার শাসন এদেশে আছে কি নেই!

চতুরিকা। আমায় একা ফেলে যেও না—আমায় একা ফেলে যেও না। এ ভয়ানক জোচ্চোরের দেশ! (অর্থপতির হাতদুটী জড়াইয়া ধরিল)।

অর্থপতি। তুমি কি ব'লে তোড়া শুদ্ধ ওর হাতে দিলে?

চতুরিকা। আমি কি দিলাম?—আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে যে! দেখ্‌লে না?—ও ডাকাত! টাকা যাক্—ও যে তোমা ছেড়ে দিয়ে গেছে, এই যথেষ্ট! ওর কাপড়ের ভিতর থেকে ছোরা ঝক্ ঝক্ ক'রছিল! যাক্—মা কালী তোমা রক্ষে ক'রেছেন। আমার গায়ের ভিতর এখনো কাঁপ্‌ছে। পুরুতের কাপড় প'রে সব চুরিডাকাতি করে!

অর্থপতি। আমার যেন মনে হলো, তুমি হাতে ক'রে দিলে।

চতুরিকা। তা হয় তো হতেও পারে। বোধ হয় আমায় ধূলোপড়া দিয়েছিল! হবে হবে,—দালানে এসে দাঁড়িয়েছি, আর আমার সর্ব্ব শরীর যেন ঘুরতে লাগ্‌লো—প্রাণে কি রকম আতঙ্ক হলো! হয়তো তোমায় মনে ক'রে ওর হাতেই দিয়েছি। হাতেই না হয় দিয়েছি, তাই ব'লে ও নিয়ে পালাবে?

অর্থপতি। যাক্, কাল সকালে দেখা যাবে।

চতুরিকা। তুমি আমার উপর রাগ ক'র না—তোমার পায়ে পড়ি। আমি দালানে এলে তুমি কেন আমার হাত থেকে নিয়ে এলে না? ও যে হাতে পেয়ে ছাড়বে না, তাই বা কি ক'রে বুঝবো? আমি ভেবেছিলেম, তোমার জানা লোক।

অর্থপতি। আমার নয়, মণিভদ্র জানে। যাক্, ও যাবে কোথায়? আমি শুধু একখানা কদ্দ চেয়েছিলাম। এখনো মণিভদ্রকেও বলিনি—ও তো আজকালের ছেলে!

চতুরিকা। আমি যদি একটা ভুল কি দোষঘাট ক'রেই থাকি, তুমি আমার ভুল শুধরে দেবে। আমার আপনার ব'লতে আর কে আছে বল?

অর্থপতি। না-না, চতুরিকা! তোমার দোষ কি? তুমি একে ছেলে-মানুষ, তায় এই রাতদুপুরে একা তোমায় রেখে গেছি! বিদেশ—কিছুই বুঝি না। যাক্—যাক্, কাল সকালে ও টাকা আদায় করবই! আমার টাকা খেয়ে হজম করবে, এত বড় মকরধ্বজ আজও হয়নি!

চতুরিকা। এখন ওসব কথা যাক্। এইবার মন দিয়ে শোন—তারপর যা হয় একটা প্রতীকার কর—আমিতো লজ্জায় মরে যাচ্ছি!

অর্থপতি। সে কি, সে কি! বল—বল তুমি! লজ্জা করো না—

চতুরিকা। না- লজ্জা করবো না, বলছি—শোন; অত্যন্ত গোপনীয় কথা,—কিন্তু তোমার কাছে গোপন করার আমার ইচ্ছাও নেই, উপায়ও নেই! কথা হচ্ছে কি, আমার দিদি নিপুণিকা এসেছে। সে এমন একটা কাজ করে বসেছে, যার জন্য আমি তাকে খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছি! সে আপাততঃ আমার ঘরেই শুয়ে আছে।

অর্থপতি। বুঝলাম না কিছুই!

চতুরিকা। কি আর বুঝবে বল। যে লোকটাকে একটু আগে আমি

তাড়ালেম না ?- সেই লোকটাকে নিপুণ ভালবেসেছে !

অর্থপতি। কাকে, বিলাসকে ?

চতুরিকা। হ্যাঁ-হ্যাঁ—ওই বিলাসকে। বছরখানেক ধ'রে গোপনে গোপনে ভালবাসা চল্‌ছে। আগে ও বলেছিল—নিপুণকে বিয়ে করবে। তারপর আমাকে দেখে অবধি সে পাগল হয়; ওর কথা একেবারেই ভুলে যায়। তারপর আজ যখন আমি বিলাসকে বুঝিয়ে দিলাম—আমি তাকে চাইনা, তখন থেকে বিলাসও সঙ্কল্প ক'রেছে, সে দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে !

অর্থপতি। সে তো আমি জানি—আমার সামনেই তো ব'ল্লে, এদেশে থাক্‌বে না।

চতুরিকা। এখন নিপুণ কেমন ক'রে সেই কথা শুনে এইমাত্র আমার কাছে এসে কেঁদেকেটে একশা করছে। বলে, ও যদি দেশান্তরী হয়, আমি বিষ খেয়ে মরবো !

অর্থপতি। কি সর্ব্বনাশ, নিপুণিকা এই রকম মেয়ে ! তা হবে না ? যেমন শিক্ষা ! ইচ্ছা হচ্ছে মণিভদ্রকে ডেকে এনে বলি—কেমন, স্ত্রীস্বাধীনতা দেবে ?

চতুরিকা। তারপর আরও ব্যাপার শোন। আমার কাছে ব'ল্লে, তোর ঘরে আমি থাকবো—বিলাসকে ডাকিয়ে নিজেকে চতুরিকা ব'লে পরিচয় দেব—তোর গলার স্বর অনুকরণ ক'রে কথা কইব !

অর্থপতি। কেন-কেন ?—তোমার মত করে কথা কইবে কেন ?

চতুরিকা। আহা, এটা আর বুঝ্‌তে পাল্লে না ?

অর্থপতি। না—।

চতুরিকা। বিলাসকে নিপুণিকা বলবে— "আমি চতুরিকা; তুমি দেশ ছেড়ে যেও না—আমি তোমায় ভালবাসি"। অর্থাৎ বিলাসের মনে বিশ্বাস জন্মাবে—আমি তাকে ভালবাসি। এমনি ক'রে আজ তার যাওয়া আট্‌কাবে;—তারপর আর কোন রকম কৌশল ক'রে তাকে বিয়ে ক'র্‌বে।

অর্থপতি। উঃ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের অসাধ্য কাজ নেই! তা তুমি এতে রাজি হ'লে?

চতুরিকা। তুমি পাগল হ'য়েছ—আমি রাজি হব? আমি তাকে কত বুঝালাম—কঠোপনিষৎ, মোহমুদ্গর থেকে শ্লোক বল্লাম—সে কাঁদতে লাগ্‌ল। তখন তাকে ধমক্ দিয়ে বল্লাম "তুমি কাঁদ আর যাই কর, এ পাপ কাজে আমি সাহায্য ক'রতে পারবো না"। কিন্তু যতই কঠোর হই, মায়ের পেটের বোন্ তো?—বাড়ী থেকে তো আর তাড়িয়ে দিতে পারিনে? তাই তাকে ব'ল্লাম "আমার বিছানায় শোও,—তবে তোমার মত অসতী কুমারীর সংসর্গে আমি থাক্‌বো না; তার চেয়ে আমি আমার ভাবী বরের সঙ্গে গল্প ক'রে রাত কাটাব—একটা রাত না হয় ঘুমুবো না"। এই না ব'লে দোর দিয়ে এই দালানে পায়চারি করছি আর ভাবছি, তুমি কখন এস—কখন এস। তারপর তুমি এলে—

অর্থপতি। নিপুণিকা ঘরে আছে নাকি?

চতুরিকা। শুয়ে শুয়ে কাঁদছে; কি আর করি বল, মায়ের পেটের বোন তো?—দুঃখও হয়।

অর্থপতি। পুরুত ঠাকুরকে নিয়ে সেতো গেল আর এক বিভ্রাট! বেশ হ'য়েছে, মণিভদ্রের মুখের মত জুতো হ'য়েছে! আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে একবার তাকে ডেকে এনে দেখাই। কিন্তু অমন কুচরিত্রা মেয়েকে আমি তো বাড়ীতে রাখতে পারি না; ওকে তাড়াও।

চতুরিকা। আমারও তাই ইচ্ছা—কিন্তু মায়ের পেটের বোন্! আচ্ছা ব'সো—আমি দেখ্‌ছি চেষ্টা করে।

অর্থপতি। বেশ, বেশ—সেই ভাল!

চতুরিকা। তাহ'লে তুমি একটু লুকিয়ে থাক; যখন চলে যাবে, তুমি কথা কয়ো না—বড় লজ্জা পাবে!

অর্থপতি। আচ্ছা, এখন আমি কিছু বল্‌বো না; কিন্তু যেই চলে যাবে, সেই আমি মণিকে ডেকে সব কথা বল্‌বো।

চতুরিকা। তা বলো; কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, আমার কাছে শুনেছ তা যেন বলোনা?

অর্থপতি। তুমি আমায় কি মনে কর চতুরিকা! তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী—তুমি পবিত্রা কুমারী! তোমার নাম আমি উচ্চারণ করবো ওই কুচরিত্রার নামের সাথে—একসঙ্গে—?

চতুরিকা। তাহ'লে আমায় আর ডেকো না। আমি ওকে ঘর থেকে বার করে দিয়েই একেবারে বিছানায় শুয়ে প'ড়বো; ঘুমে

আমার চোখ্ জড়িয়ে আস্‌ছে! শুতে যাব—এমন সময় এই বালাই—! আচ্ছা, আমি আসি। (ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল)

অর্থপতি। কাল সকালে যেন তোমার মুখ দেখে আমার ঘুম ভাঙে প্রিয়ে! আঃ বেশ হয়েছে! আর এক লহমা দেরী আমার সইছে না। ছুটতে ছুটতে যাব—আর বল্‌বো মণিকে "উদার যুবক! স্ত্রীস্বাধীনতার ফল যদি একবার প্রত্যক্ষ কর্‌তে চাও তো—অবিলম্বে এস।"

চতুরিকা। (ঘরের ভিতর যেন কার সঙ্গে কথা কহিতেছে) দেখ ভাই, তুমিতো জান—আমিতো আর তোমার মত স্বাধীন নই! কর্ত্তা কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। তাঁকে তো আর চটাতে পারি না। তাছাড়া, যে কাজ তুমি কর্‌তে যাচ্ছ—একবার ভেবে দেখ দেখি, তা কতখানি অন্যায় তোমার পক্ষে? এখনো খুব বেশী রাত হয়নি, এখনো বাড়ী ফিরে যাও—সব দিক বজায় থাক্। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) তুমি রাজী হয়েছ?—আমি বাঁচলেম্ দিদি! মা দুর্গা তোমায় সুমতি দিন্! আচ্ছা, কাল সকালে আবার দেখা হবে। আস্তে আস্তে চ'লে যাও—কেউ জান্‌তেও পারবে না।

[বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দালান দিয়া ধীরে ধীরে চতুরিকার প্রস্থান]

অর্থপতি। মা দুর্গার বাবারও সাধ্যি নেই ওরকম মেয়েমানুষের সুমতি দেন! আচ্ছা কোথায় যাচ্ছে, একবার দেখ্‌লে হয় না? বাড়ী ও নিশ্চয় যাবে না—সে আমি শপথ ক'রে

বল্‌তে পারি। দেখ্‌তে হচ্ছে! দেখি, চতুরিকা ঘুমিয়েছে কিনা। (দ্বারের কাছে গিয়া) চতুরিকা—চতুরিকা—প্রিয়ে! না—ছেলে ছেলেমানুষ ঘুমিয়ে প'ড়েছে দেখ্‌ছি! আচ্ছা পা টিপে টিপে একবার দেখে আসি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

রাত্রি চতুর্থ প্রহর

[একদল নীচজাতীয় স্ত্রীলোক পথে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে]

ও রাধা—ও রাধা—ও রাধা!
তুই যমুনায় গা ধুতে গিয়ে
বুঝি মজিয়ে এলি কুল!
তুই কেঁদে কেঁদে চোখ রাঙালি
রাজার মেয়ে, আপন খেয়ে
সাজ লি কাঙালি—
তবু ভাঙ্‌লো না তোর ভুল?
রাধা, ভাঙ্‌লো না তোর ভুল!

কদম তলায় দাঁড়িয়ে ছিল কালা,
বাজিয়ে বাঁশী সরল পরাণ কর্‌লো উতলা ;
সাঁজের বেলায় গা ধুয়ে তুই—
কেন ভিজালি রে চুল ॥

[গানের পর মালিনী আগে আগে পরে রামটহল প্রবেশ করিল]

মালিনী। (পিছন ফিরিয়া) কে রে?

রামটহল। আজ্ঞে ঠাক্‌রুণ! আমি?

মালিনী। তুই এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস্‌?

রামটহল। আজ্ঞে, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছি ঠাক্‌রুণ!

মালিনী। আমার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যাবি?

রামটহল। আজ্ঞে, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে!

মালিনী। নিয়ে যাব—বটে? তুই এত রসিক, সে কথাতো আগে জানা ছিল না!

রামটহল। আজ্ঞে, ঠিক বলেছ ঠাক্‌রুণ! আজ্ঞে, অন্য সময় আমি বেশ শুক্‌নো খট্‌খটে থাকি। কিন্তু এই শুক্লপক্ষের একাদশী থেকে আরম্ভ করে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আমার রসবৃদ্ধি হ'তে থাকে। আজ্ঞে, আজকের রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলে কাল সকাল থেকে কুড়িপঁচিশ দিন আর কোন ভয় নেই!

মালিনী। তাই নাকি! তা হ্যাঁরে—প্রতি জ্যোৎস্না পক্ষেই কি তোর এই দশা হয় নাকি?

রামটহল। আজ্ঞে, তা হয়; তবে এবার একটু বেশী!

মালিনী। এবার বেশী হ'ল কেন?

রামটহল। আজ্ঞে, আমার মনিবের ছোঁয়াচ্ গায় লেগেছে!

মালিনী। তোর মনিব কোথায়—?

রামটহল। আজ্ঞে, তিনিও আমার মতন ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। আজ কি—আজ কি আর কেউ ঘরে থাকে মালিনী ঠাকৃরুণ?

মালিনী। ছুঁড়িগুলো এখনো রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছে!

রামটহল। বেড়াবে না?—আজকের রাতখানা কি ঠাকৃরুণ!

মালিনী। হ্যাঁরে, তোর যিনি মুনিব ঠাকৃরুণ হবেন—তাঁকে দেখেছিস্?

রামটহল। তুমি ঠাকৃরুণ জ্বালালে! আমার আবার মুনিব ঠাকৃরুণ হ'তে যা'চ্ছে কে?

মালিনী। কেন রে?—তোর মুনিব যাকে ভালবাসে—যাকে বিয়ে করবে?

রামটহল। ভালতো বাসে, তা বিয়ে কেমন করে হবে! আমি তানারে দেখিছি—দিব্যি মেয়েটা! খাসা দেখ্‌তে—যেন মা-ষষ্ঠী স্বয়ং!

মালিনী। ষষ্ঠী কিরে ভূত? মেয়েদের রূপগুণের তুলনা করে লোকে মা-লক্ষ্মী কি সরস্বতীর সঙ্গে। তুই বেটা ষষ্ঠী কোথায় পেলি?

রামটহল। মা-ষষ্ঠীর কৃপা থাকলেই মেয়েমানুষকে মানায় বেশী! লক্ষ্মী-সরস্বতীর তো ছেলেমেয়ে নেই—শুধু রূপ নিয়ে কি হবে? তা সে বিয়ে হবার যো নেই। বুড়ো পণ্ডিত যে তানাকে আগ্‌লে বসে আছে!

মালিনী। তবে তুই রইছিস্ কি কর্‌তে? বুড়োর হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আয় না?

রামটহল। তুমি তো হুকুম করে খালাস! বুড়ো যে একদণ্ড বাড়ী ছাড়া কোথাও যায় না; যাবার সময় দরজায় তালা দিয়ে যায়। বাড়ীতে একটা চাকর-চাকরাণী-নেই; আর তা'ছাড়া—

মালিনী। 'তা ছাড়া' কি—?

রামটহল। এক সম্বন্ধ ভেঙে আর এক সম্বন্ধ আমি পছন্দ করিনে—বুড়োর মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া! আমারই ইস্ত্রীকে যদি কেউ ওই রকম ফুস্‌লে ফাস্‌লে নিয়ে যায়, আমার মনটা কি রকম হয়?

মালিনী। তোর আবার ইস্ত্রী আছে নাকি?

রামটহল। নেই তো কি—? তুমি কি মনে কর, আজকের রাতে তোমার সঙ্গে ঘুরছি বলে আমার ইস্ত্রী নেই।

মালিনী। আমিতো তাই ভেবেছিলাম! যা—বাড়ী যা।

রামটহল। ইস্ত্রী আছে শুনে তুমি রাগ করলে নাকি? আমি সচ্চরিত্তির লোক—আমার শরীরে কোন দোষগুণ নেই। আজকে আমার তোমায় বড় ভাল লেগেছে—আজ পূর্ণিমার রাত কিনা!

মালিনী। রাগ করিনি—রাগ করিনি; তা আমায় দেখে তোর ইস্ত্রীকে ভুলে যাস্‌নি তো?

রামটহল। আজ্ঞে না,—তাঁনারে ভোলবার যো কি?

মালিনী। তা তোর বউ দেখতে কেমন ?

রামটহল। তবেই শোন—

গান

আমার বৌয়ের রূপের কথা
বল্‌বো কি বল তোমায়,
নইলে কি পূর্ণিমা রাতে
(আমার) এদিক ওদিক চক্ষু যায়।
বউ রূপে যেন কোকিল পাখী
গলাসরু গুগলি-চোখী
উঁচকপালী চিরুণদাঁতী
টাকপড়া সারা মাথায়।
সে রূপ মাঝে মাঝে ঝলক মারে—
তখন আলো-ঘর আঁধার করে !
গাছের পেত্নী এসে আমার
বৌয়ের সঙ্গে সই পাতায়॥

মালিনী। যা, যা—শীগ্‌গির বাড়ী যা ! ওই তোর মনিব আস্‌ছে—

রামটহল। এ পথ দিয়ে আসবে না—ঐ যে বাড়ীর ভিতর ঢুকছে। আচ্ছা মালিনি দিদি, তুমি যদি রাজী হও—ওবাড়ীর মেয়েটীর সঙ্গে কর্ত্তার বিয়ে হয়। তোমার সঙ্গে আমার

তো আর হবার যো নেই—ঘরে আমার অমন বৌ রয়েছে! তুমি যদি ওই পণ্ডিত বুড়োটাকে বিয়ে ক'র্‌তে রাজী হও —তোমারও বয়েস হয়েছে, তেনারও বয়েস হয়েছে— তাহ'লে আর কাউকে নিরাশ করতে হয় না!

মালিনী। আমি যদি বুড়োকে বিয়ে করি, তাহ'লে বুড়ো ছুঁড়িকে ছাড়ে—?

রামটহল। তা আমি কি করে বলবো—চেষ্টা দেখ্‌তে পারি! তুমিও একটা সৎ ব্রাহ্মণের হাতে পড়। আচ্ছা মালিনী দিদি, তোমার বুঝি আজও বিয়ে হয়নি?

মালিনী। না ভাই, বিয়ের ফুরসৎই হল না। পরের বিয়েতে ফুল যোগাতে যোগাতে কখন যে যৌবন কেটে গেল, জান্‌তেই পারলেম না! এখন এই বয়সে যদি তোমার দয়ায় হাতের জলটা শুদ্ধ হয়—।

রামটহল। ওই যে—ওই যে!

মালিনী। তাই তো রে—সেই মেয়েটা না?

রামটহল। হ্যাঁ—আর ওই পিছনে, সেই বুড়ো লুকিয়ে পা টিপে টিপে আস্‌ছে—

মালিনী। চল্‌—একটু আড়ালে যাই; ভিতরে মজা আছে—মজা আছে!

[নিপুণিকার বেশে চতুরিকার সন্ত্রস্তভাবে ধীরে ধীরে প্রবেশ; অনেক দূরে—পিছনে অর্থপতির তাহাকে অনুসরণ]

চতুরিকা। বুড়ো আমায় দিদি ভেবে পাছ নিয়েছে। যাক্‌, দুটো লোক দাঁড়িয়ে ছিল—সরে গেল। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা! বুড়োকে খুব

ধাপ্পা দিয়েছি! কি ফাঁড়াই গেছে—একেবারে পুরুত এসে হাজির! মা দুর্গা রক্ষে করেছেন!

[ধীরে ধীরে বিলাসের বাড়ীর দিকে প্রস্থান।

(অর্থপতির প্রবেশ)

অর্থপতি। আশ্চর্য্য বাবা—মেঘদূতের কবির জয়-জয়কার! শেষ রাতেও রাস্তায় মেয়েপুরুষ! তিনদিনের ভিতর বিয়েটা সেরে চতুরিকাকে নিয়ে গাঁয়ে যেতে পার্‌লে বাঁচি। এতো মেয়ে-রাজার রাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—এখানে আমা-দের পোষায়! নিপুণিকা গেল কোথায়? ওই যে—বিলাসের বাড়ীই ঢুকছে। বারে ছলময়ি! বাবা, কয়লা ধুলে কি ময়লা যায়! এইবার মণিকে গিয়ে খবর দেওয়া যাক্! উঃ—কি মজাই হবে! [প্রস্থান।

(মালিনী ও রামটহলের প্রবেশ)

রামটহল। একি রকম হ'ল! ছুঁড়ি আর বুড়ো যে আমাদের বাড়ীতেই ঢুক্‌লো!

মালিনী। শীগ্‌গির বাড়ী যা রামটহল্!—এখ্‌নি তোর কর্ত্তার বিয়ে! আমি সন্ধ্যেবেলা দুজনকে মালা পরিয়েছি—মিল না হয়ে যায়! শীগ্‌গির যা না—এখনি তোর খোঁজ পড়বে! আমি আর সব ফুল, তোড়া, মালা নিয়ে আস্‌ছি—মস্ত বড় কাজ!

রামটহল। মালিনী দিদি, আমি তোমার কথা বুঝ্‌তেই পাচ্ছিনে—

মালিনী। না বুঝিস্—নেই নেই। দোর্ আল্‌গা করে এসেছিস্—বাড়ীতে মানুষ গেল। যদি চোর হয়—যা না হতভাগা!

রামটহল। তাইতো—তাইতো! [প্রস্থান।

[রামটহল চলিয়া গেলে মালিনী প্রথমটা প্রাণ খুলিয়া হাসিল,—তারপর গান ধরিল]

গান

হায়, হায়, হায়—মরি হায়!
ঐ যে পলায় চোর—ঐ যে পলায়,
প্রহরী পিছনে থেকে পথ আগলায়;
নাকে তেল দিয়ে বীর জাগিয়া ঘুমায়—
যার প্রাণ চুরি করে—তারেই সে চায়
বলে—"বন্দী করিয়ে রাখ হৃদয়-কারায়"।

চতুর্থ দৃশ্য

চিত্তবিলাসের গৃহপ্রাঙ্গণ

(অর্থপতি ও মণিভদ্রের প্রবেশ)

অর্থপতি। দোর খোল—দোর খোল!

মণিভদ্র। এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে দাদা, অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ী!

(রামটহলের প্রবেশ)

রামটহল। আজ্ঞে, এই যে পণ্ডিতমশায়!

অর্থপতি। এই যে—"আজ্ঞে" উপস্থিত আছ? তোমার মনিব কোথায়?

রামটহল। বাড়ীর ভিতর।

অর্থপতি। তাকে ডাক।

মণিভদ্র। তোমার ব্যাপারখানা কি—বুঝিয়ে বল দেখি? ক্ষেপে গেলে নাকি?

অর্থপতি। আমি ক্ষেপিনি—কথাটা শুনে তুমিই ক্ষেপ্‌বে।

মণিভদ্র। কথাটা যে কি, সেইটেই যে এখনো শুন্‌তে পেলেম না। শুধু তোমার খাতিরে এই রাত দুপুরে—

অর্থপতি। আচ্ছা, তোমার ভাবী পত্নী নিপুণিকা এখন কোথায়—তোমার বিশ্বাস?

মাণভদ্র। রামচন্দ্র!—এই তোমার কথা? তা এটা বাড়ীতে জিজ্ঞাসা কল্লেই পার্‌তে দাদা!

অর্থপতি। বাড়ীতে জিজ্ঞাসা কর্‌লে অত মজা হ'ত না—আচ্ছা, বলই না?

মণিভদ্র। আজতো তিনি চন্দনদাস শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে নাটক অভিনয় দেখ্‌তে গেছেন।

অর্থপতি। নাটক দেখ্‌তে নয় নাটক দেখাতে, আর সে নাটকের তুমিই দর্শক!

(নগররক্ষীর প্রবেশ)

নগররক্ষী। এইতো আপনি আছেন—এই বাড়ীতে?

অর্থপতি। হ্যাঁ—এই বাড়ীতে।

নগররক্ষী। আটক ক'রে রেখেছে?

অর্থপতি। আটক ঠিক নয়—তবে মেয়েটীর সঙ্গে অন্য এক ভদ্রলোকের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির আছে।

নগররক্ষী। মেয়ের বাপ-মায়ের মতামত—?

অর্থপতি। মেয়ের বাপ-মা নেই।

নগররক্ষী। মেয়ের বয়স কত?

অর্থপতি। তা ষোল বছরের উপর।

নগররক্ষী। তাহ'লে সে মেয়ে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে—ব্যবহারশাস্ত্রে নিষেধ নাই।

মণিভদ্র। কি সব গণ্ডগোল ক'রছ অর্থপতি?

অর্থপতি। ওই যে বললাম—নাটকের অভিনয়!

(বিলাস ও রামটহলের প্রবেশ)

বিলাস। আপনারা এত রাত্রে কি জন্য আমার বাড়ীতে এসেছেন, আমি জানি না—বুঝতেও চাই না। আমার কথা শুনুন। চতুরিকা নামে একটী কুমারীকে আমি ভালবাসি। তিনিও আমাকে ভালবাসেন। তাঁর পিতামাতা নেই। আমাদের ইচ্ছা—আমরা দুজনে মালাবদল করে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করবো।

অর্থপতি। উঃ, লোকটা কি প্রচণ্ড মূর্খ! ওর এখনো ধারণা চতুরিকা! ওঃ, কি মজাই হবে!

বিলাস। আপনাদের আপত্তি আছে?

মণিভদ্র। বলনা হে!—তোমার কোন আপত্তি আছে?

অর্থপতি। আহা-হা—চুপ করনা, মজা আছে—মজা আছে! না, আমার আপত্তি নেই।

নগররক্ষী। তবে আমায় খবর দিলে কেন?

অর্থপতি। একটু ব্যাপার আছে—আপনি একটু বসুন্ না মশায়!

মণিভদ্র। তুমিতো মনে ক'চ্ছ—চতুরিকার নাম কচ্ছে কিন্তু নিপুণিকা?

অর্থপতি। ধর, যদি নিপুণিকাই বিয়ে করতে চায়?—তোমার আপত্তি আছে?

মণিভদ্র। আমি কোনো কুমারীর অমতে তাকে বিয়ে করতে চাইনে।

নগররক্ষী। কারও কোন আপত্তি নেই! আপনি কন্যা আনুন—মালা-বদল করুন। আমি বিবাহের সাক্ষী থাকি—তাহ'লে আর ভবিষ্যতে কোন গণ্ডগোল হবে না।

(বিলাসের চতুরিকাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

বিলাস। চতুরিকা! এই নাও আমার মালা—এহৃদয় তোমার!

চতুরিকা। প্রিয়তম! এই নাও আমার মালা—এহৃদয় তোমার!

অর্থপতি। এ কি রকম হ'ল! এতো সত্যি চতুরিকা—এতো নিপুণিকা নয়!

চতুরিকা। আজ্ঞে না, আমি নিপুণিকা নই—আমি চতুরিকা। নিপুণিকাও এসেছেন, আমি তাঁকে খবর দিয়েছি। পণ্ডিতমশায়! আমায় দেখে যেন বড়ই আশ্চর্য্য হলেন? অনেক দিন আপনার কাছে মোহমুদ্গর পড়েছি, অপরাধ নেবেন না! আশা করি, আর আপনার মোহ নেই; (বিলাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া) এই মুদ্গরে সকল মোহ চূর্ণ হয়েছে!

অর্থপতি। হুঁ—তাইতো বলি!

চতুরিকা। আয় দিদি, তোকে না দেখতে পেয়ে পণ্ডিতমশায় নিপুণিকা নিপুণিকা ব'লে বড়ই ব্যস্ত হয়েছিলেন!

(নিপুণিকা, তরঙ্গিণী, অমরনাথ প্রভৃতির প্রবেশ)

নিপুণিকা। তাই নাকি? ওঁর সঙ্গে যে আমার বড় ভাব! এই যে নিপুণিকা—এই আমি। আমার ভগ্নী চতুরিকার বিয়ে দেখ্‌তে আর নিমন্ত্রণ খেতে এসেছি!

তরঙ্গিণী। এখন বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছেন, স্ত্রীলোকের ভালবাসা পেতে হ'লে তাদের প্রতি কি রকম ব্যবহার কর্ত্তে হয়?

অমর। ছিঃ তরঙ্গ, উনি যে আমার পণ্ডিতমশায়!

তরঙ্গিণী। তোমার একা কেন, উনি আমাদের সবারই পণ্ডিত মশায়!

অর্থপতি। এরা সবাই বদমায়েস্ লোক! ওই ছুঁড়িটা আমায় দিয়ে পত্র পাঠালে! ওঃ, আমার সঙ্গে চাতুরী খেল্‌লে—আমায় বোকা বানালে!

রামটহল। আজ্ঞে—

অর্থপতি। তুই থাম পাজী বেটা আজ্ঞে!

রামটহল। যে আজ্ঞে পণ্ডিত মশাই—

তরঙ্গিণী। শুনুন; স্ত্রীচরিত্রে জ্ঞান আছে বলে গুমর করতেন, আজ থেকে তা আর করবেন না! কেন না, আমাদের চরিত্র—আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই 'দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'!

অর্থপতি। না, আর কিছু না—শুধু এই পর্য্যন্ত বোঝা গেল! অতঃপর স্ত্রীলোককে যে বিশ্বাস করে সে—

রামটহল। আজ্ঞে—

নিপুণিকা। সে যা হোক্—আপনাকে কিন্তু নেমন্তন্ন খেয়ে যেতে হবে। আপনি বসুন।

(মহিলাগণের প্রবেশ)

মহিলা। এই বাড়ীতে বিয়ে নাকি?

তরঙ্গিণী। হ্যাঁরে হ্যাঁ! তোরা আয়, গান কর—গান কর।

মহিলা। কি ধরণের গান হবে বল দেখি?

তরঙ্গিণী। পুরুষের ভিতর কারা রমণীহৃদয় জয় করে, আর কারা জয় করতে পারে না—

মহিলা। বুঝে নিয়েছি, সেই গানখানা।

গান

রমণীহৃদয় জয়—সে যে গো সহজ নয়!
ভাল যে বাসিতে পারে, সেইতো কিনিয়া লয়।
দুয়ার বন্ধ করি দাঁড়ায়ে থাকে যেই—
কিনিতে জিনিতে প্রাণ কভু কি পারে সেই?
তাহারে ঠেলি দূরে, আসে হৃদয়পুরে—
বীর বরবেশে—নিমিষে করে জয়।
প্রেম বিনে কখনো কি রমণী আপন হয়॥

রামটহল। (অর্থপতির প্রতি) আজ্ঞে পণ্ডিতমশাই, আপনি তো ফস্‌কে গেলেন! আজ্ঞে, যদি কিছু মনে না করেন—আমাদের পাড়ায় দিব্যি একটী কালোকোলো মেয়ে আছে!—আপনার সঙ্গে বেশ সুন্দর মানাবে! যদি আজ্ঞে করেন তো—এ সব মা-ঠাকুরণদের সঙ্গে আপনার দেখুন পোষাবে না।

মণিভদ্র। নিপুণিকা, আমার একটা আবেদন আছে তোমার কাছে!

নিপুণিকা। আবেদন আমি বুঝ্‌তে পেরেছি! ভাল—প্রকাশ করেই বল।

মণিভদ্র। তুমি অভয় দিচ্ছ দেবী—তোমার ভক্তকে?

নিপুণিকা। অভয় দিচ্ছি ভক্ত!

মণিভদ্র। তাহ'লে ভদ্র-মহোদয় ও মহোদয়াগণ! দয়া করে আমার আবেদনটী শুনুন; চিদ্বিলাস-শর্ম্মা! আপনিও শুনুন। আমি কুমারী শ্রীমতী নিপুণিকা-দেবীর ভক্ত—আজ পাঁচ বছর দেবীর মনস্তুষ্টির জন্য তপস্যা কচ্ছি। আজ দেবী সদয় হয়েছেন: সুতরাং আপনাদের এখানে যদি আর দু'ছড়া অতিরিক্ত ফুলের মালা থাকে—

বিলাস। এই যে মালা!

[নিপুণিকা ও মণিভদ্রের পরস্পর মাল্যবদল]

(মালিনীর প্রবেশ)

মালিনী। এই নাও—মালা নেও, মালা নেও; ফুল নেও, তোড়া নেও। আর কতগুলি জোড় গাঁথলো—?

তরঙ্গিণী। তা মন্দ নয়—সবকটিই হয়েছে! কেবল—

মালিনী। কেমন দিদিমণি, তাহ'লে আমায় বকশিস দাও এইবার? —আমার মালা পরে বিয়ের ফুল ফুটলো!

রামটহল। আজ্ঞে, এইবার তুমি আমার পণ্ডিতমশায়কে উদ্ধার কর মালিনী দিদি! আজ্ঞে পণ্ডিতজী, এই মেয়েটার কথাই বলছিলাম! তোমারও বয়েস হয়েছে—এনারও বয়েস হয়েছে! দেখ পণ্ডিতজী,—ফুলও আছে, মালাও আছে; (জনান্তিকে) বুঝলে পণ্ডিতমশায়! মালিনী দিদির খুব ঢং-ঢাং আচ্ছা!—নাচ্‌তে গাইতে বল্‌তে কইতে একেবারে লাট্টুর মত বোঁ বোঁ করে ঘুরবে! ও সব ছোটখাট টুক্‌-টুকে মা-ঠাকুরণদের আশা ছেড়ে দাও। তোমার আমার মনের কথা ঠিক বুঝবে না—ওরা অন্য থাকের মানুষ চায়! বেশ করে বিবেচনা কর—আজ্ঞে!

(হন্তদন্ত হইয়া পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরোহিত। হ্যাঁ বাবা বিলাস, তোমার নাকি বিয়ে! এই মাত্তর—এই মাত্তর বাড়ী গিয়ে শুতে যাচ্ছি, কে একটা মেয়ে এসে বলে গেল! ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসছি বাবা! তা হ্যাঁ বাবা! বিয়ে কি হয়ে গেছে নাকি?

অমর। না ঠাকুরমশাই! শুধু মালাবদলের কাজটা হয়েছে। আপনার মন্তর-তন্তর এখনো সব বাকী। বাড়ীর ভিতর মা-ঠাকুরুণ সে সব ব্যবস্থা করছেন; আপনি গিয়ে একটু

মেয়ে তলে ব্যবস্থা করে নিন। আমাদের এখানে এখন পুরো পূর্ণিমামিলন চল্‌ছে।

পুরোহিত। তা চলুক—চলুক! তোমরা ছেলেমানুষ—ওটা চাই বই কি! যাক্; এখন বৌমাটাকে একটাবার দেখ্‌তে হ'চ্ছে! (তরঙ্গিণীর প্রতি) তুমি তাহ'লে একবার দেখিয়ে দাও মা!

তরঙ্গিণী। এই যে—দেখতে পাচ্ছেন না?

পুরোহিত। কই দেখি—মুখখানা দেখি? (মুখ তুলিয়া ধরিতেই চতুরিকা হাসিয়া উঠিল) বেঁচে থাক মা—বেঁচে থাক! যাক্,—ও বুড়ো হারামজাদার হাত থেকে যে রক্ষা পেয়েছ,—এই যথেষ্ট! জন্ম-এয়োস্ত্রী হও, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক! বেটা যেন রাঘব বোয়ালের মত তোমায় গিলে রেখেছিল! কি করে উদ্ধার পেলে? ঘুমুলে বুঝি ছুটে পালিয়ে এলে? বেশ করেছ মা, বেশ করেছ! যাক্—তোমারই দয়ায় ফাঁকতালে আমার কিছু রোজগার হ'ল।

অর্থপতি। (পুরোহিতের নিকটে আসিয়া তাহার গায় হাত দিল) বেটা রোজগার হয়েছে, সেটা উগ্‌রে দিতে হচ্ছে সাঙাৎ—

পুরোহিত। তুমি—তুমি—তুমি কে বাবা! তোমার তো এখানে আসার কথা ছিল না ব বা!

অর্থপতি। ছিল না—কিন্তু এসে পড়েছি। এখন তোড়াটা খান্‌কে-খাক্ উগ্‌রে ফেলতো বাবা!

পুরোহিত। তোড়া!—কিসের তোড়া বাবা! ফুলের—?

অর্থপতি। হ্যাঁ স্কুলের বৈ কি ?—আবার ন্যাকামো হচ্ছে !

পুরোহিত। আচ্ছা, তুমি কে বলতো বাপু! তোমায় কি কোথাও দেখেছি ?

অর্থপতি। তাই নাকি! এই নগরপাল—কোতোয়ালির লোকজন এসেছে; এদের চেন তো ঠাকুর ?

পুরোহিত। কে ?—আমার এই পাহারাওয়ালা বাবারা। দেখতো বাপ্ সকল, এ লোকটা এ রকম বেব্‌ভুল বকছে কেন ?

অর্থপতি। মশাই, এই লোকটা আমার বিয়েতে পুরুতগিরি করবে বলে আমার কাছ থেকে পাচশ টাকার তোড়া নিয়ে পালিয়ে এসেছে !

অমর। সে কি পণ্ডিতমশাই! আপনার টাকা ঠাকুরমশাই নিয়ে হজম করেছেন! বলেন কি মশাই, এ ব্যাপার কখন্ ঘট্‌লো ?

অর্থপতি। দেখতো বাবা—দেখতো! এই—খানিকক্ষণ আগে। আমার কত কষ্টের টাকা বাবা—তোমাদের মত সোণারচাঁদ ছেলে ঠেঙিয়ে! বুঝতেই তো পাচ্ছ বাবা—বেশী আর কি বল্‌বো! যা কিছু জমিয়েছিলাম, এই বেটা—!

পুরোহিত। খবরদার—গালাগাল দিও না বল্‌ছি, এরা সবাই আমার যজমান; আমি কালিদাস পণ্ডিতের মাসতুতো ভা'য়ের মাস্‌তুতো সম্বন্ধী! রাজা আমার হাতধরা—বেশী চালাকি কর না। হারা—

অর্থপতি। 'হারা' ব'লে থামলে কেন? পুরো বলনা—একবার!

অমর। আহা—আপনারা কেন শুধু শুধু কলহ কচ্ছেন। আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

অর্থপতি। টাকা আমার চাই বাবা! আমি বিয়ে ক'রতে চাইনে। ও মণিভদ্র, বলি তোমার সঙ্গে তো অনেক দিনের আলাপ—তুমি যে আর চিনতেই পারনা দেখছি!

মণিভদ্র। আমি আর কি করবো বল! ঠাকুরমশাই আমারও পুরুতঠাকুর; আমি কি করে ওঁকে—।

অমর। থাক্ থাক্—ওঁকে আর কিছু বলবেন না। আমিই দেখ্ছি। তাইতো—ঠাকুরমশাইয়ের কাছ থেকে টাকা বার করবে এমন লোক পৃথিবীতে আজও জন্মায়নি! আপনার বাহাদুরী আছে ঠাকুরমশাই! আপনি পণ্ডিতজীর কাছ থেকে টাকা আদায় করেছেন।

রামটহল। আজ্ঞে—টাকা আর আদায় হবে না। পণ্ডিতজী, টাকার মায়া ছেড়ে দাও। তারচেয়ে আমার মালিনী দিদিকে বিয়ে কর—ঠাকুরমশাই মন্তর পড়িয়ে টাকা শোধ করবে।

অমর। এতো বেশ কথা। তুই বেটা তো ভেবে ভেবে বেশ মতলব মাথায় এনেছিস্!—তাই হোক্ তা হোলে। আজ পূর্ণিমামিলন-রাত—আর কোন গোলমাল করোনা মালিনি! তুমি রাজী তো?

মালিনী। তা একটা ভদ্রলোক দায়ে পড়েছে—কি আর করি!

বিশেষ, আপনারা পাঁচজন যখন বল্‌ছেন! তা ওনার দায় উদ্ধার যদি হয়—।

রামটহল। বাঃ-বাঃ—এইতো আমার মালিনী দিদির কথা! তাহ'লে পণ্ডিতজী, আর মুখ ভার ক'রে থেকোনা! আজ আমোদের রাত—তোমাদের এই গণ্ডগোলের জন্য মেয়েগুলো মনমরা হ'য়ে আছে, গান গাইতে পারছে না!

অমর। রাজী হন পণ্ডিতমশাই, রাজী হন! আমাদের মালিনী বড় ভাল মানুষ! আপনাকে ঠিক চালিয়ে নিতে পারবে।

অর্থপতি। হুঁ তা একজন স্ত্রীলোক নৈলে সংসার-চালানো বড়ই অসুবিধা! তা-তা—(মৃদু হাসিয়া) তুমিই বুঝি মালিনী?

মালিনী। আজ্ঞে হ্যাঁ!

অর্থপতি। রামটহলের সঙ্গে অত তোমার কিসের খাতির?

মালিনি। আমি মালিনী—সব জায়গায় ফুল যোগাই—সবার সঙ্গেই আমার খাতির!

অর্থপতি। না—তাই বল্‌ছিলাম; বলি, তোমার চরিত্র ঠিক—

মালিনী। তোমার সন্দেহ হয় বাপু—দরকার নেই!

অর্থপতি। না তাই বল্‌ছি। গৃহে তো এতদিন অভিভাবক কেউ ছিল না! পাঁচজনে পাঁচরকম—

মালিনী। তা দরকার কি তোমার! আমি তো খোসামোদ করছিনে?

পুরোহিত। তার জন্যে ভেবনা বাপু! আমি আগে ওকে ঠাকুরদের চরণামৃত, গোময়-গোমূত্র, সাত সাগরের জল—সব খাইয়ে শোধন ক'রে নিয়ে তবে তোমার সঙ্গে—!

অর্থপতি। সে না হয় হ'ল, কিন্তু ভবিষ্যতে—আমি ভাবছি!

পুরোহিত। তুমি আবার ভাব্‌ছ? তুমি বাপু বড় বেশী ভাব! তখন ভেবেছিলে বলে একটা হাতছাড়া হ'য়েছে—এখন যদি আর খানিকক্ষণ ভাবো তো—এটাও ফসকে যাবে।

অর্থপতি। না—তা-নয় তা-নয়; তবে—! বুঝেছ মা'লনী, এখন তুমি বেশ ভালভাবে থাক্‌তে পারবে তো! ও ফুলটুল বেচা তোমার চল্‌বে না।

মালিনী। তা তুমি যদি খেতে পরতে দাও তো আর শুধু শুধু ফুল বেচ্‌তে যাব কেন?

অমর। রাত পুইয়ে এল—মেয়েরা বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে! পণ্ডিতমশাই, আপনি একটু শীগ্‌গির মন ঠিক করুন!

অর্থপতি। সারা জীবনের সম্বন্ধ বাপু! এ কি তাড়াতাড়ির কাজ? একটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করলাম—তোমরা তো বাবা ছিনিয়ে নিলে। এটাকে একটু বাজিয়ে দেখ্‌বো না! হ্যাঁ—শোন মালিনী!

মালিনী। বল!

অর্থপতি। দেখ—এখন থেকে কিছুদিন আমি তোমার হাবভাব চালচলন লক্ষ্য করবো। তুমি যদি ঠিকঠাক ভাল-

মানুষটীর মতো থাক, পুরুষ-মানুষের সঙ্গে হাসি-তামাসা নাচগান—এসব না কর, তাহ'লে আজ থাক্—আসছে পূর্ণিমা নাগাৎ আমি তোমায় অঙ্কলক্ষ্মী করবো!

রামটহল। অঙ্ক-ইস্ত্রী!

মালিনী। বেশ কথা বাপু! তুমি তোমার নিজের চোখে দেখ-শোন, মনে মনে হিসেব ক'র; তারপর আমি মনের মত হ'তে পারি—ভাল! না পারি, আমার পথতো প'ড়েই আছে।

অমর। ব্যস্ ব্যস্, এ বেশ ভালকথা। ও হয়ে যাবে, হয়ে যাবে—দুপক্ষেরই মন নরম আছে; এইবার তাহ'লে আর মুখভার করবেন না। ওরে!—তোরা আয়, দলে যখন ভিঁড়ছেন—আর ভয় নেই।

অর্থপতি। কিন্তু আমার বাকী টাকা? পুরুত কি পাঁচশ' টাকা পায় নাকি?

অমর। সে হয়ে যাবে। আমরা পাঁচজন আছি—ঠিক করে দেব।, আপনি আমোদ করুন—আমোদ করুন। নিন, আসুন ঠাকুরমশাই—আপনারা কোলাকুলি করুন। আজ আমোদের দিন!

অর্থপতি। কিন্তু বাবাজী—টাকাটা যেন—একটু—

পুরোহিত। এ লোকটার যখন কনে জোটে, আমি কি দোষ করেছি বাবা! আসছে পূর্ণিমায় ওই সঙ্গে আমারও

একটা ব্যবস্থা যদি করে দিতে পার বাবা! অনেক দিন ঘরখালি—তোমাদের বাপ-মায়ের কল্যাণে—!

অমর। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই! এখন আসুন সব, আমোদ করুন—আমোদ করুন! আসছে পূর্ণিমায় উজ্জয়িনীতে আমরা আইবুড়ো আর বিপত্নীক একটাও বাদ রাখবো না, সব জাঁকড়ে বিয়ে দেব।

পুরোহিত। (অমরনাথের কানে কানে) কিন্তু দেখ বাবা—বুড়ো বামন! এ বেটার মত নেহাত একটা মালিনীটালিনী জুটিয়ে দিও না যেন! গায়ের রংটা যেন বেশ ফুটফুটে আর ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়; তা বয়েস যা হয় হোক—ও আমি ভাবিনে!

তরঙ্গিণী। গান কর, গান কর—রাত শেষ হয়ে এল যে! জোছনা পাতলা হয়ে গেছে।

সমবেত সঙ্গীত

পূর্ণিমা রাত্তি হ'ল ভোর!
গগনের শশী রজনী জাগিয়ে
মিলন দেখিল তোর;
এবার বঁধূরে বাঁধ্ দিয়ে প্রেম-ডোর।
যেন শিথিল না হয় বাহু প্রিয়তম মোর।

পূর্ণিমামিলন

সুখের নাহিক আর ওর—
প্রাণ দিয়ে যারে চায়, সেই তো তাহারে পায়
খুসীতে হৃদয় ভরে—
শুকায় নয়ন লোর ॥

যবনিকা পতন